বিশ্বাসের যৌক্তিকতা

রাফান আহমেদ

সমর্পণ

www.almibangla.xyz

বিশ্বাসের যৌক্তিকতা

Reasons to Believe

www.eboibangla.xyz

বিশ্বাসের যৌক্তিকতা
রাফান আহমেদ
গ্রন্থস্বত্ব © গ্রন্থকার

ISBN: 978-984-34-3407-4

সম্পাদনা
আশিক আরমান নিলয়

শার'ঈ সম্পাদনা
শায়খ মুসা বিন ইযহার

প্রথম সংস্করণ :
প্রথম মুদ্রণ : ডিসেম্বর ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ
দ্বিতীয় মুদ্রণ : জানুয়ারি ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
দ্বিতীয় সংস্করণ :
প্রথম মুদ্রণ : জুলাই ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি.কম
ওয়াফি লাইফ

প্রকাশক
রোকন উদ্দিন

পৃষ্ঠাসজ্জা, মুদ্রণ ও বাঁধাই সহযোগিতায়
বই কারিগর ০১৯৬ ৮৮ ৪৪ ৩৪৯

মূল্য: ১১৭ টাকা

৩৪,মাদরাসা মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা, বাংলাদেশ।
ফোন: +৮৮০ ১৭৭৯ ১৯ ৬৪ ১৯
https://www.facebook.com/somorponprokashon

Bishwasher Jouktikota (Reasons to believe) by *Rafan Ahmed* published by Somorpon Prokashon, Dhaka, Bangladesh, First Edition in 2017. USD $ 6.00.

www.eboibangla.xyz

أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ

أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَل لَا يُوقِنُونَ

"তারা কি আপনা-আপনিই সৃজিত হয়েছে, না তারা নিজেরাই স্রষ্টা? না তারা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছে? বরং তারা নিশ্চিত নয়।"

(ভাবার্থ, আল-কুর্‌আন, সূরা তূর ৫২:৩৫-৩৬)

www.eboibangla.xyz

অভিমত

"মানুষ প্রাকৃতিকভাবে স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাসী ও অনুগত। আলহামদুলিল্লাহ, সৃষ্টিকর্তায় মানুষের সহজাত বিশ্বাস নিয়ে ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে দেওয়া ইমরান হুসেইনের মূল্যবান লেকচারের অনুপ্রেরণায় আমাদের চারপাশের প্রামাণিক কিছু বিষয়ের সুন্দর উপস্থাপন 'বিশ্বাসের যৌক্তিকতা' বইটিকে তথ্যবহুল ও নান্দনিক করে তুলেছে। বইটির লেখক ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক মুবারকবাদ। আল্লাহ আয্যা ওয়া যাল আপনাদের খিদমাত কবুল করুন।"

- সাইফুর রহমান, পিএইচডি গবেষক (ফার্মাকোলজি ও কেমিক্যাল নিউরোসাইন্স)
ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাজ্য। সহলেখক - *প্রত্যাবর্তন*

"আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে বিশ্বাস হচ্ছে সবচেয়ে মৌলিক বিশ্বাস। একটি মানবশিশু জন্ম থেকেই এই স্বত:লব্ধ (ইনটুইটিভ) বিশ্বাস নিয়ে জন্মায়। বড় হতে হতে বিভিন্ন ভ্রান্ত মতবাদ, কুযুক্তি, অযুক্তি এসে তার এই বিশ্বাসকে দুর্বল করার চেষ্টা করে। কিন্তু, সূর্যের আলো যেমন অন্ধকার দূর করে ভোর নিয়ে আসে, বিজ্ঞানলব্ধ প্রকৃত জ্ঞানও তেমনি অবিশ্বাসের জঞ্জাল দূর করে বিশ্বাসের ইনটুইশনকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করে। রাফান আহমেদের এই পুস্তিকাটি হোক বিশ্বাসীদের যুক্তির রসদে আরেকটি অনবদ্য সংযোজন।"

- ডা. আবদুল্লাহ সাঈদ খান, এমবিবিএস (ঢাকা), বিসিএস (স্বাস্থ্য)
বিবর্তন গবেষক, সহলেখক - *প্রত্যাবর্তন*

"বিজ্ঞান আর অপবিজ্ঞানের দ্বন্দ্বটা, আসলেই যারা বিজ্ঞানী তাঁদের আর আমাদের বিজ্ঞানবাজ বন্ধুদের দাবির মাঝে আলোকবর্ষের যে গ্যাপটা, তা বুঝার জন্য রেফারেন্সসহ এমন একটা বইয়ের বড্ড প্রয়োজন ছিল। দুঃখের বিষয় হল ওনারা আমাদের বই পড়েন না বা মন দিয়ে পড়েন না। অন্তত এই একটা পাতলা বই মন দিয়ে পড়ার আহ্বান। আসুন দেখি মনটা আসলেই কতটুকু মুক্ত। আর খণ্ডনের অপেক্ষায় তো সাজিদের আমল থেকেই আছি। (সুদীর্ঘশ্বাস)"

- ডা. শামসুল আরেফিন, এমবিবিএস (ঢাকা), বিসিএস (স্বাস্থ্য)
লেখক - ডাবল স্ট্যান্ডার্ড ॥ কষ্টিপাথর, সহলেখক - *প্রত্যাবর্তন*

www.eboibangla.xyz

"পড়ার আগেই যেন বইটা শেষ হয়ে গেলো। শুরুটা হয়েছিল দারুণভাবে। যাকে বলা যায় 'হ্যাপি বিগেনিং'। আমি বেশ নড়েচড়ে বসলাম। লেখক যুক্তির পর যুক্তি পেশ করার তুলনায় মানুষের ফিতরাহ বা স্বভাবজাত প্রকৃতিকে জাগিয়ে তুলে তারপর স্রষ্টার বিদ্যমানতা-অবিদ্যমানতা প্রশ্নের সমাধানে যাবার প্রতি জোর দিয়েছেন। এটি বেশ গুরুত্বপূর্ণও।... কোথাও কোথাও মনে হয়েছে লেখক হাত ধরে আমাকে চিনিয়ে দিচ্ছেন- এই যে, এটা হল এই এই। বুঝেছেন তো? তাহলে চলেন আরেকটু সামনে পা ফেলি। ওই যে দেখেন ওটা। ওটা হল এই এই। এভাবে বলে বলে তিনি পাঠককে সামনে নিয়ে যেতে থাকেন। যেতে যেতে এক সময় দেখা যায় বইয়ের পাতা শেষ।..."

- আব্দুল্লাহ আল মাসুদ, লেখক - *নাস্তিকতার স্বরূপ সন্ধান*

"মোটরবাইক স্টার্ট না দিলে স্টার্টারে জোরে লাথি কষাতে হয়। একবারে না হলে বারবার। হাল ছেড়ে দিলে হয় না। এই বইটা আপনাকে সেই লাথিটা দেয়া শেখাবে। প্রশ্নটা হচ্ছে আপনি বাইকটা স্টার্ট করতে চান, নাকি আগের মতোই স্থবির, নির্জীব বসে থাকতে চান? বরাবরের মতোই সিদ্ধান্তটা আপনার।"

- মোহাম্মাদ তোয়াহা আকবর, লেখক - *উল্টো নির্ণয়*
সহলেখক - *সত্যকথন* // *প্রত্যাবর্তন*

"বিশ্বাস কোনো ঠুনকো কাঁচের দেয়াল নয় যে, সামান্য ধাক্কায় তা টলে যাবে। বিশ্বাস আমাদের জন্মগত 'ফিতরাহ'। এটা আমাদের নিছক কোনো দাবি নয়— সত্যি। এটা এমন সত্যি যে, একে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। প্রত্যেক জ্ঞানীরাই এ সত্যকে স্বীকার করে থাকেন। অবশ্যি যাদের অন্তরে রোগ আছে, তাদের কথা আলাদা। রাফান আহমেদ ভাইয়ের "বিশ্বাসের যৌক্তিকতা" বইটি, আপনাকে আপনার ফিতরাত সম্পর্কে সচেতন করবে। অবিশ্বাসের কুহেলিকা থেকে, সত্যের আলোর দিকে নিয়ে যাবে ইন শা আল্লাহ্। আল্লাহ 'আযযা ওয়া জাল্লা এই বইটির সাথে যুক্ত সকলকে কবুল করুন, আমিন।"

- জাকারিয়া মাসুদ, লেখক - *সংবিৎ*, সহলেখক - *সত্যকথন*

www.eboibangla.xyz

এক নজরে

www.eboibangla.xyz

ভূমিকা

আলহামদুলিল্লাহ। রাফান আহমেদ ভাইয়ের বিশ্বাসের যৌক্তিকতা (*Reasons To Believe*) বইটি পড়ার সুযোগ হয়েছে। আমি আদতে কুর্‌আনের ভাষায় 'শুনলাম এবং মেনে নিলাম' দলের সদস্য হবার চেষ্টায় থাকলেও, ব্যক্তিগতভাবে যুক্তি-তর্ক আমার খুব পছন্দের। স্রষ্টা আসলে বিজ্ঞানের আলোচ্য টপিকের মধ্যে পড়ে না। কিন্তু আমরা যদি বিজ্ঞানকে স্রষ্টার সৃষ্টির একটা অংশ ধরে নিই, তাহলে বিজ্ঞানের কোন কিছুই স্রষ্টার বিপরীতে যেতে পারে না। স্রষ্টা বিজ্ঞানের বিষয় না হলেও, বিজ্ঞানের sign এর মাঝে স্রষ্টাকে তখন অনায়াসে খুঁজে পাওয়া যাবে।

বস্তুবাদী দুনিয়ার খপ্পরে পড়ে বর্তমান বিজ্ঞান বড্ড একপেশে হয়ে গেছে। স্রষ্টার সাথে বস্তুবাদী দুনিয়া যেন এক মহা সংগ্রামে লিপ্ত। কিন্তু, বস্তুবাদী দুনিয়া যতোই রঙচঙে ভাবমূর্তি নিয়ে আমাদের সামনে এসে দাঁড়াক না কেনো, সত্যের সামনে সে বারবার পর্যদুস্ত হতে বাধ্য।

বিজ্ঞানে বিশ্বাসের কোন স্থান নেই, এটা স্রেফ তথ্য প্রমাণ নির্ভর - এ কথাটা পুরোপুরি ঠিক নয়। কিন্তু ধর্মের মূল ভিত্তিই হলো বিশ্বাস। তাছাড়া বিজ্ঞান আজ এটা বলছে তো কাল ওটা। বিজ্ঞানকে আমরা চির-নির্মাণাধীন (*endlessly becoming*) প্রক্রিয়া বলতে পারি। এখানে কোন কোন থিওরি দুইশো বছর টিকে, আবার কোন কোন থিওরি দুই সেকেন্ডও টিকে না। এই হলো বিজ্ঞানের অবস্থা।

বিজ্ঞানের সাথে ধর্মের কোন সংঘাত নেই, সহাবস্থান আছে। কিন্তু বস্তুবাদী দুনিয়া আমাদের চোখে একটি রঙিন চশমা পরিয়ে বুঝানোর চেষ্টা করে যে, ধর্ম এবং বিজ্ঞান পরস্পর সাংঘর্ষিক। রাফান আহমেদের ছোট অথচ ব্যাপক তথ্যবহুল এই বইটিতে তিনি প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, ধর্মবিশ্বাস মানুষের একটি সহজাত বিষয়। এটি সে জন্মগতভাবে পেয়ে থাকে। এটি বিজ্ঞানের সাথে সাংঘর্ষিক নয়।

www.eboibangla.xyz

তাছাড়া, বস্তুবাদী জগতের অনেক বিজ্ঞানী, দার্শনিকের মন্তব্য, গবেষণালব্ধ তথ্য টেনে তিনি প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, - 'বিজ্ঞান কখনোই শেষ কথা নয়'...

বইটিতে তথ্যের ব্যাপক সমাহার আমাকে মুগ্ধ করেছে। রাফান আহমেদের উপস্থাপনা শৈলিও চমৎকার। প্রতিটি অধ্যায়ই ভাবনার উদ্রেক করে। বইটি প্রতিটি পাঠককে উপকৃত করবে বলেই আমার বিশ্বাস।

আল্লাহ্ উনার এই কাজকে কবুল করুন, আ-মী-ন।

আরিফ আজাদ

লেখক - প্যারাডক্সিকাল সাজিদ ।। আরজ আলী সমীপে

www.eboibangla.xyz

শার'ঈ সম্পাদকের চোখে

মানুষ মহান আল্লাহ রাব্বুল আ'লামিনের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। মহান রব তাঁর পবিত্র হাতের তুলিতে আমাদের সৃষ্টি করেছেন নিপুণভাবে, চমৎকার ও আর্কষণীয় অবয়ব এবং সৌন্দর্য দিয়ে। তিনি আমাদের দিয়েছেন বিবেক-বুদ্ধি। কিন্তু সীমিত এই জগতে সবকিছুর যেমন একটি নির্দিষ্ট সীমা আছে, তেমনি আমাদের বিবেক-বুদ্ধিরও একটি সীমা আছে। এই বিশ্বজগতে এমন কিছু বিষয় আছে যার দুর্বোধ্যতা ভেদ করার মত ক্ষমতা অথবা বিবেক-বুদ্ধিকে খরচ করে তা প্রমাণ করার মত সার্মথ্য মানুষের নেই। তাই অনেকটা অমোঘ সত্যের মত মহান স্রষ্টার অস্তিত্ব ও তাঁর ক্ষমতাকে বিনা বাক্যব্যয়ে স্বীকার করে নেওয়াটাই হল আমাদের দায়িত্ব। তথাপি রাব্বে কারীম আমাদের আশেপাশে তাঁর অসংখ্য-অগণিত কুদরতী নিদর্শন এমনভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দিয়েছেন যা দেখে তাঁকে স্বীকার না করার কোন উপায় থাকে না। কবির ভাষায় -

حجر میں شجر میں تیرا رنگ وبو
جدھر دیکتا ھوں ادھر تو ھی تو

পাথর ও গাছ সব জায়গাতেই তোমার রং ও ঘ্রাণ,
যেদিকেই তাকাই শুধু তুমি আর তুমিই।

এরপরও সংশয়বাদীদের সন্দেহ প্রবণতার ফলস্বরূপ তারা স্রষ্টার অস্তিত্বকে অস্বীকার করে যাচ্ছে। ইতিহাসের পাতায় অনেক উদাহরণ রয়েছে যেখানে অলৌকিক নিদর্শনাবলী দেখার পরও হয় মানুষ স্রষ্টায় বিশ্বাস করে নি অথবা কিছু সময়ের জন্য বিশ্বাস করলেও পুনরায় শির্কে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে। মূলতঃ তাদের মধ্যে সত্য গ্রহণের ইচ্ছা বা আগ্রহ কোনটাই নেই। অথচ এটাই মানুষকে মহাসত্যের দিকে ধাবিত করে।

www.eboibangla.xyz

স্রষ্টার অস্তিত্ব বিষয়ক বক্ষমান আলোচনাটি একটি বক্তৃতার অনুপ্রেরণায় রচিত, যা লন্ডনবাসী দাঈ' ইমরান হুসেইন যুক্তরাজ্যের ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদান করেছিলেন। একে সহজ ভাষায় উপস্থাপনের চেষ্টা করেছেন ভাই রাফান আহমেদ।

আমি বইয়ের পুরোটাই পড়েছি। আল্‌হামদুলিল্লাহ্‌! অনেক উপকারী। বিশেষত বিজ্ঞান মনস্কতার নামে যারা ভ্রষ্টতার পথে ধাবিত, তাদের জন্য। আশা করি এটি তাদের চোখ খুলে দিবে। অকাট্য বাস্তবতার মাধ্যমে আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণিত করে তাদেরকে জবাবহীন করে দেবে, কোন সন্দেহ নেই – ইন্‌ শা আল্লাহ্‌।

মহান রবের দরবারে ফরিয়াদ করি, তিনি এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জাযায়ে খাইর দান করেন এবং এর মাধ্যমে মানুষের ব্যাপক উপকার পৌঁছান।

আমীন

মা'আস্‌সালাম

শাইখ মুসা বিন ইযহার

মুহাদ্দিস, জামেয়া' ইসলামিয়া তাঁতিবাজার

মুহতামিম, মাদ্রাসা মাসীহুল উ'লূম, আরমানিটোলা

www.eboibangla.xyz

লেখকের ভাবনা

আমরা অনেকেই হয়ত একটি কথা শুনেছি। মুক্তচিন্তার চর্চাকারী এ দেশের একজন জনপ্রিয় সাহিত্যিক ও পদার্থবিদও সেই কথাটি তাঁর কলমে তুলে ধরেন,

> 'ধর্মের ভিত্তি হচ্ছে বিশ্বাস, কাজেই ধর্মগ্রন্থে যা লেখা থাকে সেটাকে কেউ কখনো প্রশ্ন করে না, গভীর বিশ্বাসে গ্রহণ করে নেয়। বিজ্ঞানে বিশ্বাসের কোন স্থান নেই।' [ক]

আসলেই কি তাই? স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাস কি শুধুই কুহেলিকা? এই বিশ্বাস কি প্রমাণহীন অন্ধবিশ্বাসের ন্যায়? কেবলই শৈশবে পিতামাতা কর্তৃক চাপিয়ে দেয়া কোন বোঝা?

অনলাইন অ্যাকটিভিস্ট, দাঈ, iERA তে উপদেষ্টা ও প্রশিক্ষক হিসেবে কর্মরত ইমরান হুসেইন ইংল্যান্ডের বিশ্বখ্যাত ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত এক মনোজ্ঞ আলোচনায় বিজ্ঞান, যুক্তি, দর্শন প্রভৃতির দৃষ্টিকোণ থেকে ফুটিয়ে তুলেছিলেন স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাসের যৌক্তিকতা। [খ] তাঁর বক্তব্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে এককালের সংশয়ের চোরাবালি থেকে ফিরে আসার পথে অন্তর্জালের জগৎ জুড়ে আমি অনুসন্ধান করেছি তাঁর বক্তব্যের বস্তুনিষ্ঠতা। খুঁজে বেড়িয়েছি এ সম্পর্কে মূলধারার সেক্যুলার গবেষক, দার্শনিক, বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিভঙ্গী আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত গ্রন্থে, *Peer Reviewed* গবেষণাপত্রে আর প্রথম সারির পশ্চিমা মিডিয়াগুলোতে।

তাঁর বক্তব্য ও আমার অনুসন্ধানের সমন্বয় প্রথমে ইউটিউবের একটি চ্যানেলে প্রচারিত হয়। তারপর আমার ঘনিষ্ঠজন ইবনে হারুন ভাইয়ের পরামর্শে স্কুলগামী থেকে উচ্চ শিক্ষার্থী, বাংলাভাষী সত্যান্বেষী পাঠকের জন্য উপযোগী করে ও বিষয়ভিত্তিক শিরোনামে ভাগ করে রেফারেন্সসহ তা সহজভাবে গোছানোর চেষ্টা করেছি। এ কাজে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেছেন সম্পাদক আশিক আরমান নিলয় ভাই। মুল বক্তব্যে বহুল আলোচিত ও বিতর্কিত ডারউইনিয় বিবর্তনবাদ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার না থাকায় বিবর্তনবাদ নিয়ে কিছু কথা সংযুক্ত করেছি পরিশিষ্ট হিসেবে।

www.eboibangla.xyz

শুরু থেকেই আশাতীত সাড়া পেয়েছি পাঠকসমাজের কাছ থেকে। নবীন লেখক হিসেবে এটা আমার অভাবনীয় প্রাপ্তি। আন্তরিক কৃতজ্ঞতা আমার রবের প্রতি, ধন্যবাদ পাঠকসমাজের প্রতি তাদের সমর্থনের জন্য। ধন্যবাদ অনলাইন ও অফলাইন জগতের কলম যোদ্ধাদের প্রতি যারা বইটি পড়ে তাদের ভাবনা শেয়ার করেছেন। বইটির রিভিউ পেইজে সকলের মতামতের সংকলন করা হয়েছে। কেউ চাইলে তা ঘুরে আসতে পারেন।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণে বানান ও মুদ্রণজনিত কিছু ভুল সংশোধন করা হয়েছে। ভাষাকে আরও সহজ করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিছু তথ্যসূত্র বাদ পড়ে গিয়েছিলো তা সংযোজন করা হয়েছে। ছবির ক্ষেত্রে কিছুটা পরিবর্তন আনা হয়েছে। ম্যাট্রিক্সের অংশ সহজবোধ্য করার জন্য নতুন একটি ছবি সংযোজন করা হয়েছে। খোলা মনের নিকট আবেদন, পড়ুন, ভাবুন, যাচাই করুন আপনার বিশ্বাস; সত্যিই যদি আপনি মুক্তচিন্তক হয়ে থাকেন।

সবশেষে ধন্যবাদ দিতে চাই ভাই রোকন উদ্দিন ও ইসমাইল হোসেনকে তাদের আন্তরিক সমর্থনের জন্য। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির খোঁজে তারা এগিয়ে না আসলে এই গ্রন্থটি হয়তো আঁধারেই থেকে যেত।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিকট প্রার্থনা তিনি যেন এই ক্ষুদ্র কর্মটিকে তাঁর জন্য একনিষ্ঠভবে নিবেদিত কর্মে পরিণত করেন এবং এটি যেন সকলের জন্যই কল্যাণকর হয়।

রাফান আহমেদ

https://www.rafanahmed.com
https://www.facebook.com/rafanahmedofficial
https://www.facebook.com/rafan.ahmeduk
https:// www.twitter.com/RafanOfficial
https://www.facebook.com/bishwasherjouktikota

(ক) ড. জাফর ইকবাল, একটুখানি বিজ্ঞান; পৃ. ১৩ (কাকলী প্রকাশন ২০০৬)
(খ) মূল ভিডিওর লিংক: https://youtu.be/2Yv0zMujV_w

www.eboibangla.xyz

'স্রষ্টা' বিতর্ক
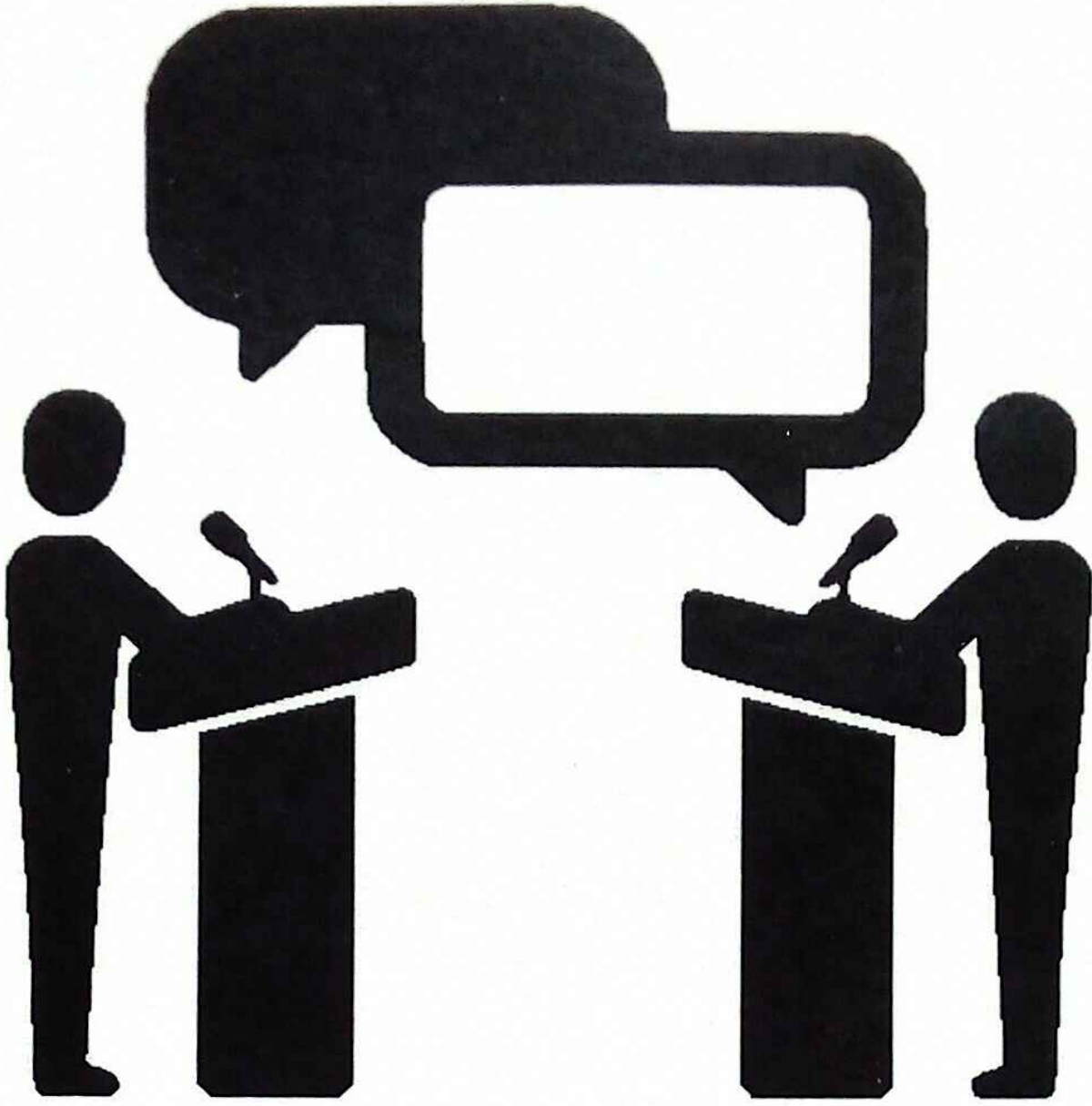
একটি চিত্তাকর্ষক বিষয় নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি। বিষয়টি হল স্রষ্টার অস্তিত্ব। এই বিষয়টি স্মরণাতীত কাল থেকে আলোচিত হয়ে আসছে। আস্তিক-নাস্তিক সবাই এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করে আসছে, স্রষ্টার অস্তিত্বের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তির বিনিময় চলছে। কিন্তু আজ আমি প্রচলিত ধারাকে বদলে দিতে চাই!

আমার দৃষ্টিভঙ্গি হল ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি। আর সেটাই আমি আজ তুলে ধরতে চাই। ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে স্রষ্টার অস্তিত্বের ব্যাপারে প্রশ্ন আসলে কোন প্রশ্নই নয়। স্রষ্টা তথা আল্লাহ্ হলেন প্রকৃত সত্য, অবশ্যম্ভাবী সত্য, আল্লাহ্ স্বয়ংপ্রমাণিত (*Axiomatic*)। স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাস হল মৌলিক, সহজাত, এটা আমাদের সত্তার একটি অংশ। আর আল্লাহ্কে অস্বীকার করা, স্রষ্টার অস্তিত্বকে অসত্য বলে দাবী করার অর্থ হল আমাদের নিজেদের অস্তিত্বকেই অস্বীকার করা।

আপনি হয়তো জিজ্ঞেস করতে পারেন, কেন আমি এমনটা বলছি? এটা

www.eboibangla.xyz

বোঝানোর জন্য প্রথমে আমরা পশ্চিমা দর্শনবিদ্যার একটি পরিভাষা নিয়ে আলোচনা করব। তা হল "মৌলিক বিশ্বাস" (*Basic Belief*)। আমাদের বিভিন্ন মৌলিক বিশ্বাস রয়েছে। এর মধ্যে একটি হল, এই বিশ্বজগৎ বাস্তবে অস্তিত্বশীল এমন বিশ্বাস করা। এই বিশ্বাস হল একটি বুনিয়াদী-মৌলিক বিশ্বাস, স্বয়ংপ্রমাণিত বিশ্বাস। বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক কর্মপ্রচেষ্টার ভিত্তি এই বিশ্বাসের উপর খুঁটি গেড়ে দাঁড়িয়ে আছে। অথচ মজার ব্যাপার হলো এই দাবী বা বিশ্বাসকে কোন গবেষণার দ্বারা আপনি প্রমাণ করতে পারবেন না।

এ ব্যাপারে কিছুক্ষণ চিন্তা করে দেখুন, প্রমাণ করার চেষ্টা করুন আপনি এখন এখানে আছেন, আপনি সত্যিই অস্তিত্বশীল, আমাদের চারপাশ সত্যিই অস্তিত্বশীল!

www.eboibangla.xyz

আমরা কী ম্যাট্রিক্সে আছি?
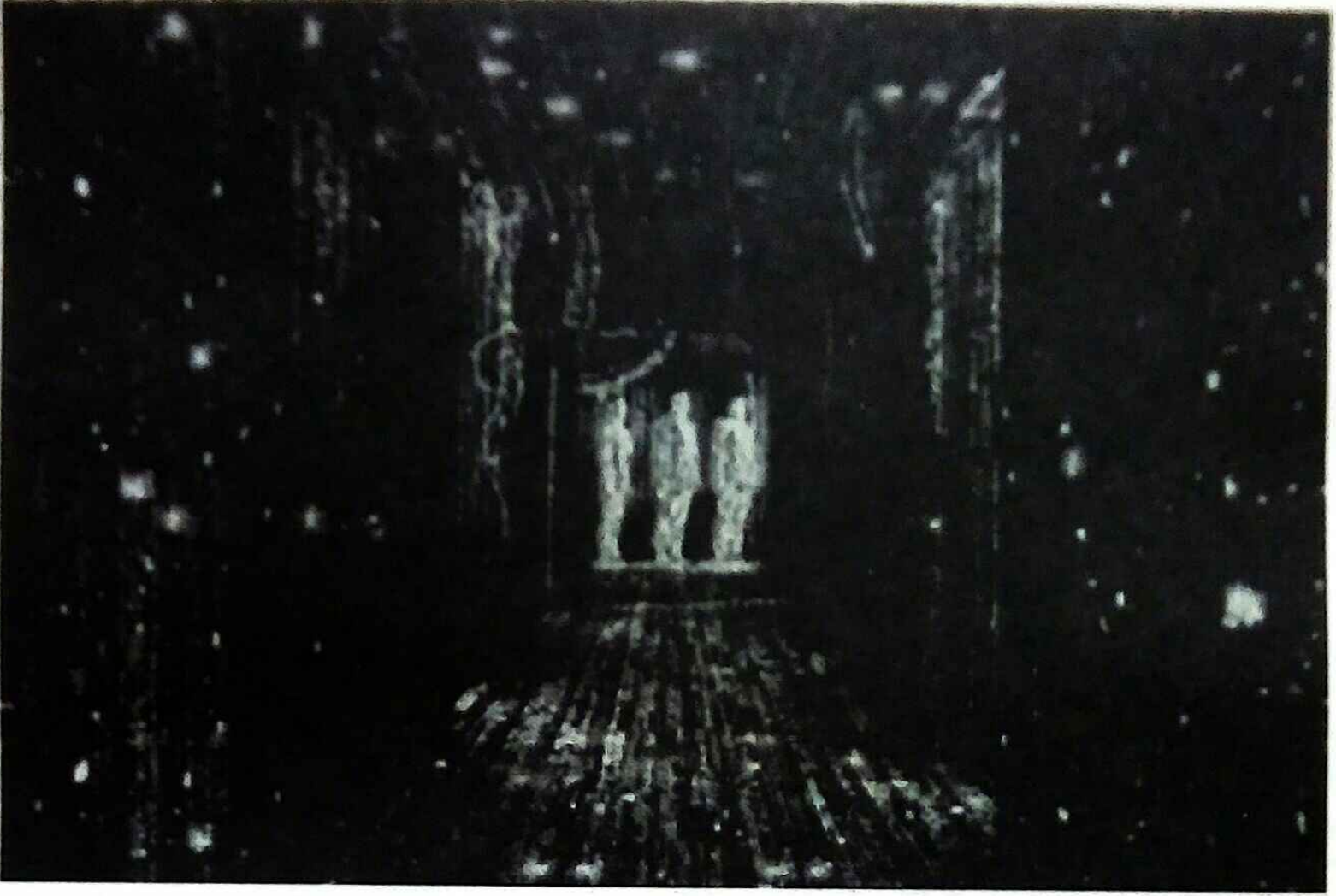
কিছুক্ষণ ভেবে দেখুন, আসলেই কি এসবের অস্তিত্ব আছে? এখন আপনারা কেউ হয়তো বলবেন, যে চেয়ারে আমি বসে আছি, তা আমি অনুভব করতে পারছি। অন্য কেউ হয়তো বলবেন, হাতে থাকা এই বইটিকে আমি দেখতে পাচ্ছি। অন্য কেউ বলবেন, আমি তো আমার হাত দেখতে পাচ্ছি, একে অনুভব করছি। কিন্তু আপনি কীভাবে নিশ্চিত হলেন এই মুহূর্তে যা আপনি দেখছেন, উপলব্ধি ও অনুভব করেছেন সত্যি সত্যিই তার অস্তিত্ব আছে? চোখ বন্ধ করুন, আরও কিছুক্ষণ ভাবুন।

হতে পারে আমাদের অস্তিত্বটাই একটা স্বপ্নের মতো! আইনস্টাইন বলেছিলেন, *"Reality is merely an illusion, albeit a very persistent one"* অর্থাৎ হতে পারে বাস্তব জগৎ চোখের ধোঁকা মাত্র, যদিও অনুবার এ ধোঁকায় পড়তে হয়। আচ্ছা সহজ করে বলছি, মাথা চুলকানোর দরকার নেই। ধরুন আপনি নদীর তীর ধরে আনমনে হেঁটে চলছেন। মৃদুমন্দ বাতাস বইছে। চোখে পড়ছে নদীতে ভেসে থাকা নৌকাগুলো। নৌকা থেকে আলো প্রতিফলিত হয়ে আপনার চোখে এসে পড়ছে। চোখ তা গ্রহণ করে এক

www.eboibangla.xyz

প্রকার তারের (স্নায়ু) মাধ্যমে এই উদ্দীপনা মস্তিষ্কে পাঠিয়ে দিচ্ছে। এর ফলে মস্তিষ্কের একটা নির্দিষ্ট এলাকাতে (ভিজুয়াল কর্টেক্স) প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হচ্ছে। যার কারণে আপনি দেখতে পারছেন।

এখন মনে করুন, আপনি দূরবর্তী কোন গ্রহে বড় পাত্রে ভেসে থাকা একটি মস্তিষ্ক কেবল। যে মস্তিষ্কে ভিনগ্রহের কোন প্রাণী (এলিয়েন) প্রোব (বিশেষ যন্ত্র) ঢুকিয়ে কলকাঠি নাড়ছে। এলিয়েন বাবাজি যদি মস্তিষ্কের ঠিক ঐ নির্দিষ্ট জায়গাটাতেই তার দিয়ে একই পরিমাণ উদ্দীপনা পাঠায় তাহলে মস্তিষ্ক ভাববে সে নৌকা দেখতে পারছে! যদিও এক্ষেত্রে বাস্তবে কোন নৌকার অস্তিত্ব নেই! চলুন এ অবস্থাটির নাম দেওয়া যাক ম্যাট্রিক্স বা পরাবাস্তব জগত। আপনি কী নিশ্চিত যে আপনি এমনি কোনো ম্যাট্রিক্স এর ভেতরে নন? এমনও তো হতে পারে! ভেবেই দেখুন না! ঘাবড়ে গেলেন নাকি?

www.eboibangla.xyz
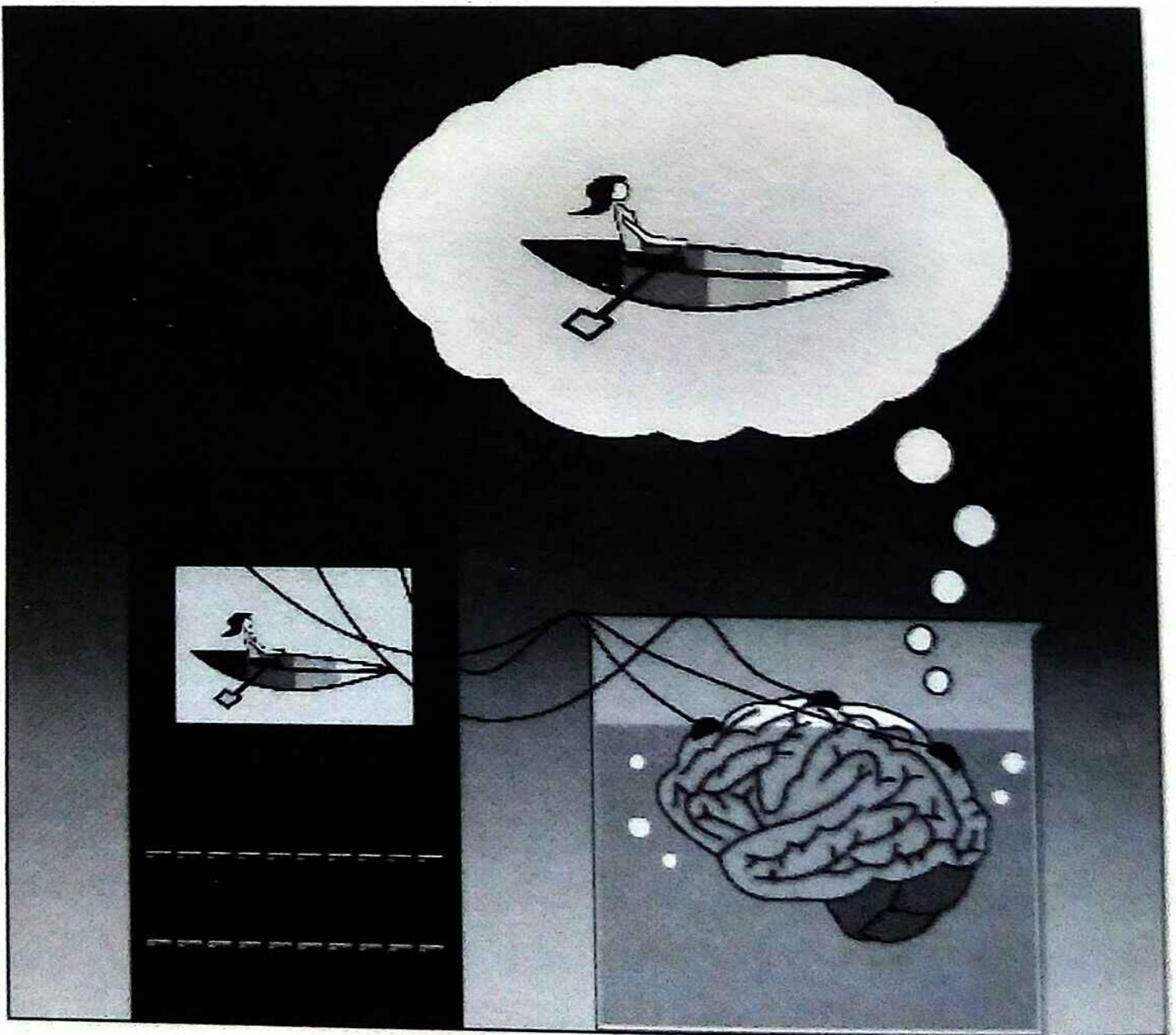
নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের আলোচিত দার্শনিক, (নাস্তিক) প্রফেসর ডেভিড চেইমারস্ বলেন,

> "আমরা যে পরাবাস্তব জগতে নেই (অর্থাৎ বিশ্বজগত প্রকৃতই অস্তিত্বশীল) তার পক্ষে কোন প্রমাণ আপনি খুঁজে পাবেন না, কারণ যে প্রমাণই আমরা পাই না কেন, সেটাও অবাস্তব হতে পারে।" [১]

গবেষকরা কিন্তু এমন সম্ভাবনা উড়িয়ে দিচ্ছেন না। দেখুন, প্রকৃত সত্য হল আমরা জানি না, আমরা জানতেও পারব না। কিন্তু বাস্তবতা হল, আমরা এরূপ বিকৃত বিশ্বাস সমর্থন করি না। আমরা মেনে নিই যে, বিশ্বজগৎ আসলেই অস্তিত্বশীল। আমরা স্বীকার করি এই মূহুর্তে আমরা ঠিক এখানেই আছি এবং আমাদের প্রকৃত অস্তিত্ব রয়েছে।

খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয় ম্যাসাচুসেটস ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজি-এর পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের সুপরিচিত (নাস্তিক) প্রফেসর ম্যাক্স টেগমার্ক বলেন,

> "এটা কি যৌক্তিকভাবে সম্ভব যে আমরা পরাবাস্তব জগতে আছি?
> (অর্থাৎ বিশ্বজগতের অস্তিত্ব বাস্তব নয়) হ্যাঁ সম্ভব।
> আমরা কি খুব সম্ভব পরাবাস্তব জগতে আছি? আমি বলব, না!" [২]

তাহলে এমন বিশ্বাস আমরা কেন করি, বলুন তো? যে কারণে আমরা এই বিশ্বাস করি তা হল, এটি একটি মৌলিক বিশ্বাস। এটি হাওয়া থেকে আনা কোন *arbitrary* বিশ্বাস নয়। এটি বুনিয়াদি ও মৌলিক বিশ্বাস, জীবনে চলতে হলে আমাদেরকে এই বিশ্বাস করতেই হয়। যদিও এই বিশ্বাসকে কোন গবেষণার দ্বারা প্রমাণ করা সম্ভব না।

---

১. "Are We Living in a Computer Simulation? " Retrieved from:https://www.scientificamerican.com/article/are-we-living-in-a-computer-simulation

২. "Is our world a simulation? Why some scientists say it's more likely than not" Retrieved from: https://www.theguardian.com/technology/ 2016/oct/11/simulated-world-elon-musk-the-matrix

www.eboibangla.xyz

ফিতরাহ্: স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাস কী সহজাত?

একই সুর ধরে আমি বলতে চাই যে, স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাসও অনুরূপ বুনিয়াদি ও মৌলিক বিশ্বাস। অন্যদিকে স্রষ্টার অস্তিত্বকে অস্বীকার করার অর্থ হল, এই বিশ্বজগৎ যে প্রকৃত অস্তিত্বশীল এবং আমরাও যে বাস্তবিক অস্তিত্বে বিরাজমান তা অস্বীকার করা। এই বিশ্বাসও কিন্তু হাওয়া থেকে আনা নয়। প্রথমত এই বিশ্বাস হলো ইসলামি ধর্মমতের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ইসলামি চিন্তাধারায় একে বলা হয় "ফিতরাহ্" – সহজাত প্রবৃত্তি যা দিয়ে মহান আল্লাহ্ আমাদের সৃষ্টি করেছেন। এটি হল স্রষ্টার অস্তিত্বের এক প্রাকৃতিক, সহজাত অনুভূতি। আমরা জানি আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব রয়েছে। সেই সাথে এই ঐশ্বরিক সত্তাকে উপাসনা করার এক সহজাত আকুলতাও অনুভব করি মনের কোণে।

আমরা যদি বিভিন্ন সমাজ, সম্প্রদায় ও সভ্যতার ইতিহাস অনুসন্ধান করি তাহলে দেখতে পাবো ইতিহাসে কখনই এমন হয় নি যে, কোন সভ্যতা বা সম্প্রদায়ের সকলে মিলে স্রষ্টার অস্তিত্ব অস্বীকার করে বসেছে। ইতিহাস সাক্ষী যে, সকল সভ্যতাই ঐশ্বরিক সত্তার উপাসনা করেছে। আর অবাক করার মত ব্যাপার হল, মুহাম্মাদ (ﷺ) প্রায় ১৪৫০ বছর আগে বলে গেছেন, প্রত্যেক শিশুই "ফিতরাহ্"-এর উপর জন্মায়। [১]

১. বুখারী, আস-সহীহ, জানাযা অধ্যায়; খণ্ড ০২, হাদীছ ১২৭৫-১২৭৬ (ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৫ম সংস্করণ এপ্রিল ২০০৪)

www.eboibangla.xyz

তাছাড়া আল-কুর্আনেও এর সমর্থন রয়েছে। আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন,

"তুমি একনিষ্ঠ হয়ে নিজেকে দ্বীনে প্রতিষ্ঠিত কর। আল্লাহ্র প্রকৃতি (ফিতরাহ্)-এর অনুসরণ কর, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন; আল্লাহ্র সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই, এটা সরল দ্বীন; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।" [২]

আল্লাহ্ প্রতিটি মানুষকেই ফিতরাহ্-এর উপর সৃষ্টি করেছেন। এখন দেখা যাক, আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণাতে এর সমর্থনে পরীক্ষালব্ধ প্রমাণ আছে কিনা? অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেভলোপমেন্টাল সাইকোলজিস্ট ড. জাস্টিন এল. ব্যারেট শিশুদের উপর গবেষণা করেন। এ ব্যাপারে বেশ কিছু বইও লিখেছেন তিনি। বইগুলোর মাঝে একটি হল "বর্ন বিলিভার্স", যেখানে তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছেন,

"... শিশুরা জন্মগতভাবে বিশ্বাসী, যাকে আমি বলি 'সহজাত ধর্ম' ..." [৩]

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানী (নাস্তিক) ড. অলিভেরা প্যাট্রোভিচ *Peer Reviewed* [৪] জার্নালে তাঁর গবেষণার ফল জানান,

"কিছু ধর্মীয় বিশ্বাস যে সার্বজনীন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে (যেমন কোন বিমূর্ত সত্তাকে বিশ্বজগতের স্রষ্টা হিসেবে মৌলিক বিশ্বাস), এর (স্বপক্ষে) শক্তিশালী প্রমাণ ধর্মগ্রন্থের বাণীর চেয়ে বরং (বৈজ্ঞানিক) গবেষণা থেকেই বেশি বেরিয়ে আসছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে।" [৫]

---

২. ভাবার্থ, মহিমান্বিত কুর্আন, সূরা রুম ৩০:৩০

৩. Dr. Justine L. Barrett, Born Believers: The Science of Children's Religious Belief; p. 136 (Simon and Schuster, Mar 20, 2012)

৪. Peer review: কোন গবেষকের পাণ্ডিত্যপূর্ণ কাজ, গবেষণা বা ধারণা কোন জার্নাল বা বইয়ে প্রকাশের আগে স্ব স্ব ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞদের দ্বারা যাচাই বাছাই হওয়ার প্রক্রিয়া।

৫. Olivera Petrovich, Key psychological issues in the study of religion; Psihologija (2007), Volume 40, Issue 3, p. 360; Available at: https://doi.org/10.2298/PSI0703351P

www.eboibangla.xyz

ইনি হলেন একজন বিজ্ঞানী। তিনি নিজের বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলাফল দিয়ে প্রমাণ দেখিয়েছেন যে, মানুষ সহজাত ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে অদ্বিতীয়-সর্বোচ্চ এক বুদ্ধিমত্তায় বিশ্বাস গড়ে তোলে। তিনি আরো বলেছেন যে, ধর্মীয় গ্রন্থের চেয়ে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষালব্ধ প্রমাণ দ্বারাই তা শক্তিশালীভাবে সমর্থিত হচ্ছে। কিন্তু তিনি যদি ইসলামি ধর্মমত অধ্যয়ন করতেন তবে অবশ্যই জানতে পারতেন যে, ফিতরাহ্-এর এই ধারণা তথা আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের প্রতি সহজাত বিশ্বাস ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ। ইসলামি গ্রন্থগুলোর পাতার পর পাতা জুড়ে এর উপস্থিতি। একে অস্বীকার করার কোনই উপায় নেই। এর শেকড় ইসলামি ধর্মমতে প্রোথিত।

এদিকে ইয়েল ইউনিভার্সিটির আরেক (নাস্তিক) গবেষক পল ব্লুম *Peer Reviewed* গবেষণাপত্রে প্রমাণ দেখিয়েছেন ঐশ্বরিক সত্তার পাশাপাশি মানুষের যে মন বলে কিছুর অস্তিত্ব আছে এ ধারণাও সহজাতভাবেই শিশুদের মাঝে উদ্ভূত হয়। [৬]

সাম্প্রতিক কালে আরো অনেক সেক্যুলার [৭] গবেষকদের গবেষণায় প্রতীয়মান হচ্ছে, ধর্মবিশ্বাস প্রাথমিকভাবে ব্যক্তির ভেতর থেকেই উৎপত্তি হয়... যা মৌলিকভাবে মানব মনের এক অংশ...। [৮] তাদের সংগৃহীত তথ্য থেকে নতুন তত্ত্ব বেরিয়ে আসছে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি তত্ত্ব হল, *Strong Naturalness Theory* যা পূর্বের প্রভাবশালী *Anthropomorphism Theory* কে ছুঁড়ে ফেলেছে। *Strong Naturalness Theory* এর বক্তব্য হল, ধর্মবিশ্বাসের উদ্ভব স্বয়ংক্রিয় ও অভ্যন্তরীণ এবং তা প্রকৃতপক্ষে

৬. Paul Bloom, Religion is natural (2007), Journal of Developmental Science 10:1, p. 147-151. DOI: 10.1111/j.1467-7687.2007.00577.x

৭. প্রকৃত অর্থ: ধর্মমুক্ত, ধর্মহীন, ইহজাগতিক; রাষ্ট্র, নৈতিকতা ও শিক্ষা ধর্মকেন্দ্রিক হবে না মতে বিশ্বাসী ইত্যাদি। 'ধর্মনিরপেক্ষতা' এর সম্পূর্ণ ভুল ও প্রতারণামূলক অনুবাদ। দেখুন: বাংলা একাডেমি ইংলিশ টু বাংলা ডিকশনারি, পৃ. ৬৮৯ (জানুয়ারি ২০১২), ক্যামব্রিজ ডিকশনারি: https://en.ox forddictionaries.com/definition/secular

৮. Patrick McNamara Ph.D., Wesley J. Wildman (etd.), Science and the World's Religions; vol. 02 (Persons and Groups), p. 206, 209 (Publisher ABC-CLIO , July 19, 2012)

www.eboibangla.xyz

স্বত:স্ফূর্তভাবে শিশুদের মাঝে উদ্ভূত হয়...।[৯]

কথা এখানেই শেষ নয়। এইতো কিছু দিন আগেই প্রায় দুই মিলিয়ন পাউন্ড ব্যয়ে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'জন গবেষকের নেতৃত্বে পরিচালিত তিন বছরব্যাপী এক আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রকল্পে ৫৭ জন গবেষক ২০টি দেশে ৪০টি ভিন্ন ভিন্ন গবেষণা পরিচালনা করেন।

তাঁদের এই গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল স্রষ্টা ও পরকালের ধারণা কি পিতামাতা বা সমাজ কর্তৃক চাপিয়ে দেওয়ার ফল নাকি মানব প্রকৃতির মৌলিক অভিব্যক্তি তা খুঁজে বের করা। দীর্ঘ গবেষণার পর তাঁরা সিদ্ধান্তে উপনীত হন, স্রষ্টার পাশাপাশি মৃত্যু পরবর্তী জীবনে বিশ্বাসও মানুষের সহজাত প্রবণতার অন্তর্গত।[১০]

তাহলে আমরা কী বুঝলাম? এখন পর্যন্ত আমার বক্তব্যের সারমর্ম হচ্ছে, আমাদের আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে বিশ্বাস করার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল এই বিশ্বাস ফিতরাহ্‌-এর অংশ, এই বিশ্বাস সহজাত-প্রাকৃতিক। বিশ্বজগতকে প্রকৃতই অস্তিত্বশীল বলে বিশ্বাস করা যেমন যৌক্তিক, আল্লাহর অস্তিত্বে আমাদের এই বিশ্বাসও সম্পূর্ণ যৌক্তিক।

---

৯. প্রাগুক্ত, p. 210; এ বিষয়ে স্বল্প দৈর্ঘ্যের প্রামাণ্য ভিডিও দেখুন: http://callingtothe-one com/is-believe-in-god-natural। ফিতরাহ্ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আমার পরবর্তী বইতে থাকবে ইন শা আল্লাহ।

১০. University of Oxford. "Humans 'predisposed' to believe in gods and the afterlife." ScienceDaily, 14 July 2011. Available at: http://www.sciencedaily.com/releases/2011/07/110714103828.html

www.eboibangla.xyz

মৌলিক বিশ্বাস সমাচার

এখন কেউ হয়তো বলতে পারে- আচ্ছা, ভাল কথা; আপনি একে মৌলিক বিশ্বাস বলে দাবী করেছেন? ঠিক আছে, আমিও তাই করি। আমিও আপনার মত করে একটা কাল্পনিক সত্তা বানিয়ে নিলাম। ধরলাম, একটা পঙ্খীরাজ ঘোড়া এই সবকিছু সৃষ্টি করেছে। অথবা হাট্টিমাটিমটিম নামক শিংওয়ালা একটা প্রাণী আমাদের স্রষ্টা, যে ডিমও পাড়ে। তো আপনার বিশ্বাসের সাথে আমার বিশ্বাসের পার্থক্যটা কী, শুনি?

এর উত্তরে যাওয়ার আগে আমাদের মৌলিক বিশ্বাসের স্বরূপটা বুঝতে হবে। মৌলিক বিশ্বাস এমন নয় যে ইচ্ছেমত যে কোন বিশ্বাসকেই মৌলিক বলে দাবী করলাম, আর হয়ে গেলো। মৌলিক বিশ্বাস হলঃ

>> প্রথমত, এমন বুনিয়াদি বিশ্বাস যার উপর অন্যান্য বিশ্বাস নির্ভরশীল।

>> দ্বিতীয়ত, মৌলিক বিশ্বাস হল এমন যার জন্য কোন তথ্য বিনিময়ের প্রয়োজন হয় না।

www.eboibangla.xyz

বুঝতে কষ্ট হলে একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। একটি দৃশ্যকল্প চিন্তা করুন। ধরা যাক এক দল শিশুকে নিয়ে কোন মরুময় দ্বীপে রেখে আসা হল। তারা কিন্তু স্বভাবতই এই বিশ্বাস নিয়ে বেড়ে উঠবে যে, তাদের চারপাশের এই জগতের আসলেই অস্তিত্ব আছে। পায়ের নিচের বালু, সামনের সমুদ্র, বয়ে যাওয়া বাতাস, সবুজ গাছপালা, নীল আকাশ – এসবেরই প্রকৃত অস্তিত্ব রয়েছে। পাশাপাশি তারা সহজাত ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিশ্বাস গড়ে তুলবে যে, এই অস্তিত্বের পিছে এক স্রষ্টা অস্তিত্বশীল যিনি এসকল কিছু সৃষ্টি করেছেন ও পরিচালনা করছেন। আমি বানিয়ে বলছি না কিন্তু।

বিজ্ঞানী ড. জাস্টিন এল. ব্যারেট এ ব্যাপারে *BBC Radio 4* এ দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন,

> "বিগত ১০ বছর বা তার বেশি সময় ধরে আমরা যে অগণিত বৈজ্ঞানিক প্রমাণ পেয়েছি তা থেকে দেখা যাচ্ছে, আমরা আগে যা ভেবেছিলাম তার চেয়েও বেশি কিছু (ধারণা) গড়ে ওঠে শিশুদের মানসের প্রাকৃতিক বিকাশের সময়। এই প্রকৃতিকে সুপরিকল্পিত ও উদ্দেশ্যপূর্ণ হিসেবে দেখা ও কোন এক বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন সত্ত্বাকে এই উদ্দেশ্যের পিছে ক্রিয়াশীল হিসেবে দেখার প্রবণতাও এর মধ্যে শামিল। ...আপনি যদি কিছু সংখ্যক (শিশুকে) কোন দ্বীপে রেখে আসেন আর তারা নিজেরাই বেড়ে উঠে, আমি মনে করি তারা স্রষ্টায় বিশ্বাস করবে।" [১]

কিন্তু তারা সহজাত ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে পঙ্খীরাজ ঘোড়া বা হাট্টিমাটিমটিমের প্রতি এই বিশ্বাস গড়ে তুলবে না। কেন বলুন তো? কারণ এগুলোর অস্তিত্ব আছে এই বিশ্বাসের জন্য তথ্য জানার প্রয়োজন পড়ে। এর জন্য আগে আমাদের পাখি সম্পর্কে কিছু জানতে হবে, ঘোড়া সম্পর্কে কিছু জানতে হবে, প্রাণীদের সম্পর্কে কিছু জানতে হবে।

অপরদিকে স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাস বা বিশ্বজগৎ প্রকৃতই অস্তিত্বশীল বিশ্বাস করা হল সহজাত–বুনিয়াদি বিশ্বাস, এর জন্য কোন তথ্য বিনিময়ের দরকার হয় না।

---

১. "Children are born believers in God, academic claims" Retrieved from: http://www.telegraph.co.uk/news/religion/3512686/Children-are-born-believers-in-God-academic-claims.html

www.eboibangla.xyz

এখন কেউ হয়তো বলতে পারেন, আচ্ছা মানলাম আপনার কথা। কিন্তু অতীতেও এমন অনেক বিশ্বাস প্রচলিত ছিল, যাদেরকে “মৌলিক বিশ্বাস” বলে মনে করা হতো। যেমন - পৃথিবী সমতল। এটা ছিল একটা সুপরিচিত মৌলিক বিশ্বাস যা মানুষ ধারণ করত। [২]

কিন্তু অবশেষে বিজ্ঞান বহুদিন পর এগিয়ে এল, আমরা গবেষণালব্ধ উপাত্ত পেলাম এবং প্রমাণ করলাম যে পৃথিবী সমতল নয়, বরং এটি বর্তুলাকার। তাই আমরা এই বিশ্বাস বর্জন করি, ঠিক আছে। তাই বলে কি স্রষ্টার অস্তিত্বকেও বিজ্ঞান চ্যালেঞ্জ করতে পারে?

২. বাইবেলের প্রায় ৬০টি পংক্তি (verses) রয়েছে পৃথিবী সমতল এ ব্যাপারে, দেখুন: http://reflectionofmind.org/60-bible-verses-describing-flat-earth-inside-dome

www.eboibangla.xyz

বিজ্ঞান না স্রষ্টা ?

SCIENCE OR GOD ?

"স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাস সহজাত ও মৌলিক" এর বিপক্ষে আপনি যদি কোন বস্তুগত প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারেন, তখন আমরা আলোচ্য মৌলিক বিশ্বাসের ধারণা পুনঃবিবেচনা করতে পারি। কিন্তু ব্যাপার হল, স্রষ্টায় বিশ্বাস অধিবিদ্যার (*Metaphysics*) বিষয়, যা বস্তুগত সীমার বাইরে। আর অন্যদিকে বিজ্ঞান বস্তুজগতের পর্যবেক্ষণেই সীমাবদ্ধ, এখানেই আমাদের সমস্যা; এ কারণেই বিজ্ঞান কখনই প্রত্যক্ষভাবে স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রমাণ বা বাতিল করতে পারে না। স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রশ্ন বিজ্ঞানের আওতারই বাইরে। [১]

বিজ্ঞান যা করতে পারে তা হল, হাতে থাকা পর্যবেক্ষণ থেকে কোন একটা সিদ্ধান্তের দিকে ইঙ্গিত করা। বিজ্ঞানের কর্মপরিধি এতটুকুই। বিজ্ঞান কখনই প্রত্যক্ষভাবে স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রমাণ বা খণ্ডন করতে পারবে না। ডার্ক এনার্জির ধারণা [২] আবিষ্কারের জন্য ২০১১ সালে নোবেল পুরস্কার পাওয়া টিমের একজন, প্রফেসর অ্যালেক্সে ফিলিপ্পেনকো এক সাক্ষাতকারে বলেন,

> "... আমি মহাবিশ্বকে একজন বিজ্ঞানীর দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করতে চাই ... কোন অতিমানবিক বা স্বকীয় স্রষ্টা আছেন কিনা বা এই মহাবিশ্বের কোন উদ্দেশ্য আছে কিনা সে বিষয়ে আমি কিছু বলব না - এই

---

১. আমেরিকার সরকারি সংস্থা ন্যাশনাল সাইন্স ফাউন্ডেশন এর অর্থায়নে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের Museum of Paleontology পরিচালিত সুপরিচিত Undersatanding Science ওয়েবসাইটের আর্টিকেল: Science has limits: A few things that science does not do; Link: https://undsci.berkeley.edu/article/0_0_0/whatis science_12

২. মহাবিশ্বের সম্প্রসারণে দায়ী এক প্রকার কল্পিত অজানা শক্তি, নাসার মতে এটি পুরোই রহস্য।

www.eboibangla.xyz

প্রশ্নগুলোর উত্তর বিজ্ঞানীরা দিতে পারে না...।" [৩]

বিজ্ঞানকে প্রায় ঈশ্বরের পর্যায়ে গণ্য করার পরও [৪] মুক্তচিন্তার চর্চাকারী এদেশের জনপ্রিয় সাহিত্যিক ও পদার্থবিদ অকপটে স্বীকার করেছেন এই প্রকৃতিরই সব কিছু বিজ্ঞান কখনোই জানতে পারবে না। [৫]

তাই স্রষ্টার অস্তিত্বের মৌলিক বিশ্বাস কখনই বৈজ্ঞানিক গবেষণার দ্বারা প্রশ্নবিদ্ধ করা সম্ভব নয়। পরবর্তী আলোচনায় যাবার আগে আমি এই ধারণাকে ভিত্তিস্বরূপ স্থাপন করতে চাই। কারণ, স্রষ্টার অস্তিত্ব আমাদেরকে যুক্তি খাটিয়েই বের করতে হবে এরকম একটা প্রবণতা আমাদের মধ্যে গড়ে উঠেছে। এরূপ চিন্তাধারা পুরোপুরি ত্রুটিযুক্ত।

আমরা এ কারণে স্রষ্টায় বিশ্বাস করি না যে যুক্তি খাটিয়ে তা বের করতে পারি। যৌক্তিক চিন্তা করার ক্ষমতার কাজ হল, ফিতরাহ্‌কে জাগিয়ে তোলা। যাদের এই প্রকৃতি ঘোলাটে বা বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে, তাদের মাঝে বিদ্যমান এই সহজাত প্রকৃতিকে আবারও প্রজ্জ্বলিত করা।

---

৩. 'Scientists only understand 4% of universe' Retrieved from: https://www.rt.com/news/universe-physics-laws-energy-329। অথচ ভ্রান্ত বিজ্ঞান প্রচারকারীদের দাবী হল, "...আধুনিক বিজ্ঞান এখন যে জায়গায় পৌঁছে গেছে ঈশ্বর বলে কিছু থেকে থাকলে কোন না কোনভাবে বিজ্ঞানের চোখে তা ধরা পড়ার কথা ছিল..."। দেখুন: রায়হান আবীর ও অভিজিৎ রায়, অবিশ্বাসের দর্শন; পৃ. ১২ (ঢাকা, শুদ্ধস্বর প্রকাশন, ২য় সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০১২)। এটাই হল মূলধারার বিজ্ঞানী ও ভ্রান্ত বিজ্ঞান প্রচারকারীদের বিজ্ঞান অনুধাবনের পার্থক্য।

৪. বিজ্ঞানের উপকারিতা ও অপকারিতা উল্লেখ করার পর তিনি বলেন, 'কাজেই মানুষ যদি বিজ্ঞানের ক্ষমতাকে বিশ্বাস না করে, যদি ভয় না পায়, আবার যদি ভরসা না করে তাহলে কার ওপর বিশ্বাস করবে, কাকে ভয় পাবে, কার উপর ভরসা করবে?' দেখুন: ড. জাফর ইকবাল, কোয়ান্টাম মেকানিক্স; পৃ. ৯ (ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, ২য় মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ২০০৯)

৫. 'বিজ্ঞানীরা সবিস্ময়ে আবিষ্কার করেছেন যে, প্রকৃতি আসলে কখনোই সবকিছু জানতে দেবে না, সে তার ভেতরের কিছু-কিছু জিনিস মানুষের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখে। মানুষ কখনোই সেটা জানতে পারবে না – সবচেয়ে চমকপ্রদ ব্যাপার হচ্ছে এটা কিন্তু বিজ্ঞানের অক্ষমতা বা অসম্পূর্ণতা নয়। এটাই হচ্ছে বিজ্ঞান' - প্রাগুক্ত; পৃ. ১০

www.eboibangla.xyz

ফাংশনাল রিজনিং
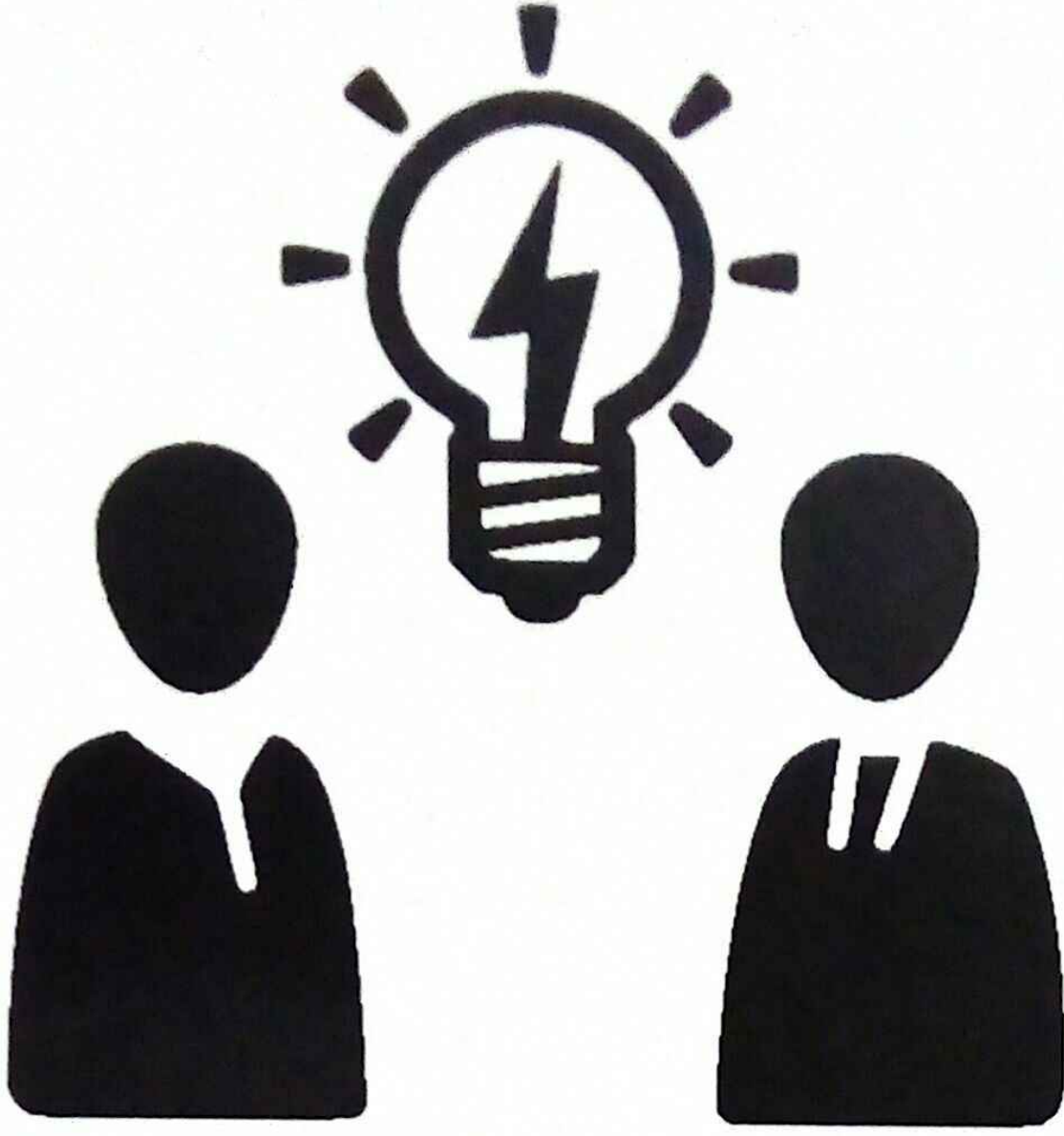
উপরের আলোচনা থেকে পাওয়া সিদ্ধান্তগুলোকে ভিত্তি ধরে আমরা পরবর্তী আলোচনায় প্রবেশ করছি। এখন থেকে আমরা বুনিয়াদি যৌক্তিক চিন্তা ব্যবহার করব। যাকে বলা যেতে পারে *Fuctional Reasoning* অর্থাৎ কার্যকর যুক্তিপ্রয়োগ। আমি আপনাদেরকে সিলোজিসম (*Syllogism*), ডিডাক্টিভ আর্গুমেন্ট (*Deductive Argument*) প্রভৃতি [১] দ্বারা মনোরঞ্জন করতে পারতাম। এগুলো হয়ত খুবই মজার। বুদ্ধি খাটিয়ে দাবা খেলার মত বিনোদন পাওয়া যায়।

কিন্তু বাস্তবতা হল, সত্য এমন হওয়া প্রয়োজন যা সকলেই বুঝতে পারে, যা জনসাধারণের হৃদয়বৃত্তিতে নাড়া দেয়। জটিল সিলোজিসম ও ডিডাকটিভ আর্গুমেন্ট কয়জন বুঝতে পারে বলুন? খুব বেশি জন নয়! কিন্তু সত্যকে তো

১. সিলোজিসম: সত্য হিসেবে জানা বা ধরে নেওয়া দুইটি বিবৃতির উপর ভিত্তি করে নতুন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার যৌক্তিক পদ্ধতি।

ডিডাক্টিভ আর্গুমেন্ট: সত্য প্রস্তাবনা বা বিবৃতির উপর ভিত্তি করে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যা নিঃসন্দেহে সঠিক।

www.eboibangla.xyz

সার্বজনীন হতে হয়। তা না হলে, সত্য কী? মাত্র ২% মানুষই যদি বুঝতে পারে, তাহলে আর সত্যের সার্থকতা কোথায়! এটা অবান্তর চিন্তা!

আমরা দৈনন্দিন জীবনে চলতে গিয়ে যে যৌক্তিক চিন্তা ব্যবহার করি, আমি সেটাই প্রয়োগ করতে চাচ্ছি। প্রতিদিন সকালের জাগরণ থেকে শুরু করে দাঁত পরিষ্কার করা, আমাদের সন্তানদের স্কুলে নিয়ে যাওয়া, কর্মক্ষেত্রে যাওয়া, দিন শেষে বাড়ি ফেরা, রাতের আহার সেরে বিছানায় যাওয়া; যে মৌলিক চিন্তাধারা আমরা আমাদের জীবনজুড়ে করে আসছি। এবং তা আমাদের ভালোভাবেই চালিয়ে নিচ্ছে।

আচ্ছা বলুন তো, কেন স্রষ্টার অস্তিত্বের ব্যাপার আসলেই আমরা বিশেষ বিশেষ মাত্রাতিরিক্ত মানদণ্ড প্রয়োগ করতে শুরু করি? স্রষ্টার ব্যাপারে জটিল যুক্তির কোনই প্রয়োজন নেই আমাদের। সাধারণ ফাংশনাল রিজনিংই আমাদের জন্য যথেষ্ট, এতেই সমাধান এবং আমি চাই আজ আমরা তাই প্রয়োগ করি। কারণ আমি কিছু বাস্তব বিষয় আলোচনা করতে চাই। চলুন আমরা এই বাস্তবতাগুলোকে প্রশ্ন করি এবং আমাদের ফাংশনাল রিজনিং ক্ষমতা ব্যবহার করে দেখি কোনটি এই বাস্তবতাগুলোর সর্বোত্তম ব্যাখ্যা দেয় – স্রষ্টার অস্তিত্ব না বস্তুবাদ বা নাস্তিকতা?

www.eboibangla.xyz

অবাক মহাবিশ্ব

চলুন আমাদের মহাবিশ্ব যে যৌক্তিক এই বাস্তবতা নিয়ে আলোচনা শুরু করা যাক। এই মহাবিশ্বকে আমরা অনুধাবন করতে পারি। এটি পরিচালিত হচ্ছে যুক্তিবিদ্যা, পদার্থবিদ্যার স্বতন্ত্র ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নিয়মের দ্বারা। এ মহাবিশ্ব গাণিতিকভাবে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ। এটা এমন এক সত্য যা আস্তিক বা নাস্তিক কেউই অস্বীকার করবে না। সুপরিচিত মহাকাশতত্ত্ববিদ ও তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী (নাস্তিক) স্টিফেন হকিং এক সাক্ষাতকারে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক গ্রেগরি বেনফোর্ডকে বলেন,

> "(এই মহাবিশ্বে) সুশৃঙ্খলার ছাপ অবাক করা মতো। মহাবিশ্ব সম্পর্কে আমরা যতই আবিষ্কার করি ততই খুঁজে পাই যে এটি যৌক্তিক নিয়মের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। কেউ চাইলে বলতেই পারে যে, এই সুশৃঙ্খলা স্রষ্টার কাজ। আইনস্টাইনও তাই ভেবেছিলেন।" [১]

---

১. Professor Gregory Benford, Leaping the Abyss: Stephen Hawking on Black Holes, Unified Field Theory and Marilyn Monroe; Retrieved from: Reason Magazine (Issues : April 2002; online edition: https://reason.com/archives/2002/04/01/leaping-the-abyss/3

www.eboibangla.xyz

বিজ্ঞানীদের জন্য একটি জিনিস একেবারে অত্যাবশ্যকীয়। তা হলো যখন তারা কোন জিনিস আবিষ্কার করেন, তখন তা এমন হওয়া দরকার যা তারা বুঝতে পারেন। তা না হলে, বিজ্ঞান বলে কিছু থাকবে না। তাই মহাবিশ্ব যে যৌক্তিক ও সুশৃঙ্খল, এর উপর বিজ্ঞান নিজেও খুঁটি গেড়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্রকৃতিতে সুসামঞ্জস্য বিদ্যমান, বৈজ্ঞানিক কর্মপদ্ধতি পরিচালনার জন্য এই ধারণা আবশ্যক। কিন্তু বস্তুবাদ কি মহাবিশ্বের এই সুসামঞ্জস্যতার ব্যাখ্যা দিতে পারে?

অতীতের প্রতিভাবান খ্যাতনামা বিজ্ঞানী আইনস্টাইন বলেছিলেন, মহাবিশ্বের একটি অভাবনীয় দিক হল, এটি পুরোপুরি বোধগম্য হবে।[২] তিনি ছিলেন অন্যতম প্রতিভাবান বিজ্ঞানীদের একজন। তিনি প্রকৃতিতে দৃষ্টিপাত করেছেন। তিনি এই প্রাকৃতিক জগতে অনুসন্ধান চালিয়ে বুঝতে পেরেছেন যে, বস্তুজগতের সাথে ওতপ্রোতভাবে যুক্তি জড়িয়ে আছে। এই দুটিকে আপনি আলাদা করতে পারবেন না। এ ব্যাপারটা তাঁকে কৌতূহলী করে রেখেছিল। তাঁর লেখা জুড়ে আমরা খুঁজে পাই মহাবিশ্বে যুক্তির বিদ্যমানতার কথা।

কিন্তু বস্তুবাদ কি বলে? বস্তুবাদের মূল বক্তব্য হল মহাবিশ্বের সকল কিছুই মূলত উদ্দেশ্যহীন, এলোমেলো, অযৌক্তিক, বস্তুগত প্রক্রিয়ার ফল। বস্তুবাদ অনুযায়ী কিন্তু এটাই বাস্তবতা! আমি নিশ্চিত আইনস্টাইন বুঝতে পেরেছিলেন যে, কেউ যদি এরূপ দাবী করে তাহলে মহাবিশ্বের এই যৌক্তিকতাই অর্থহীন হয়ে যায়। তখন এটিকে কোনভাবেই মেলানো যাবে না।

আমাদের সামনে আরও রয়েছেন সাম্প্রতিক সময়ের বিজ্ঞানীরা। যেমন বিশিষ্ট পদার্থবিজ্ঞানী প্রফেসর পল ডেইভিস। টেম্পেলটন পদক গ্রহনের ভাষণে তিনিও এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন। তিনি একে রীতিমত জীবন-মরণের প্রশ্ন হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন,

"পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রগুলো আসলো কোথা থেকে?"

এই প্রশ্নের ধারাবাহিকতায় তিনি আরও গভীর তাৎপর্যপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। তিনি বলেছেন,

"এই সূত্রগুলো কীভাবে নিষ্প্রাণ-এলোমেলো গ্যাসীয় পদার্থকে

---

২. Stephen Hawking and Leonard Mlodinow, The Grand Design; p. 87 (New York, Bantam Books 2010)

www.eboibangla.xyz

প্রাণ, বুদ্ধিমত্তা, চেতনার দিকে ধাবিত করল?" [৩]

কার্যত আমি এই বিষয়টির উপর জোর দিতে চাই। আমি সত্যিই চাই আপনারা এই বিষয়টি অনুধাবন করুন। ভেবে দেখুন, একেবারে সহজ যুক্তির ব্যবহার করুন।

কীভাবে এলোমেলো, উদ্দেশ্যহীন, চেতনাহীন মৃত প্রক্রিয়া, কেবল পদার্থের অণুসমূহ একে অন্যের সাথে সংঘর্ষের ফলে বুদ্ধিমত্তা, প্রাণ, চেতনার উদ্ভব হতে পারে? এমনকি *Peer Reviewed* গবেষণাপত্রে (নাস্তিক) বিজ্ঞানী হুবার্ট ইয়োকি (Hubert P. Yockey) গবেষণার দ্বারা প্রমাণ দেখিয়েছেন যে বিজ্ঞানী মহলে প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত উদ্ভাবনের প্রচলিত বিশ্বাস কেবলই অন্ধবিশ্বাস। [৪]

৩. Physics and the Mind of God: The Templeton Prize Address (August 1995); Retrieved from: https://www.firstthings.com/article/1995/08/003-physics-and-the-mind-of-god-the-templeton-prize-address-24

৪. Hubert P.Yockey, A Calculation Of The Probability Of Spontaneous Biogenesis By Information Theory; Journal of Theoretical Biology, Volume 67, Issue 3, 7 August 1977, Pages 377-398. Available at: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0022519377900443

www.eboibangla.xyz

শূন্য থেকে মহাবিশ্ব ?
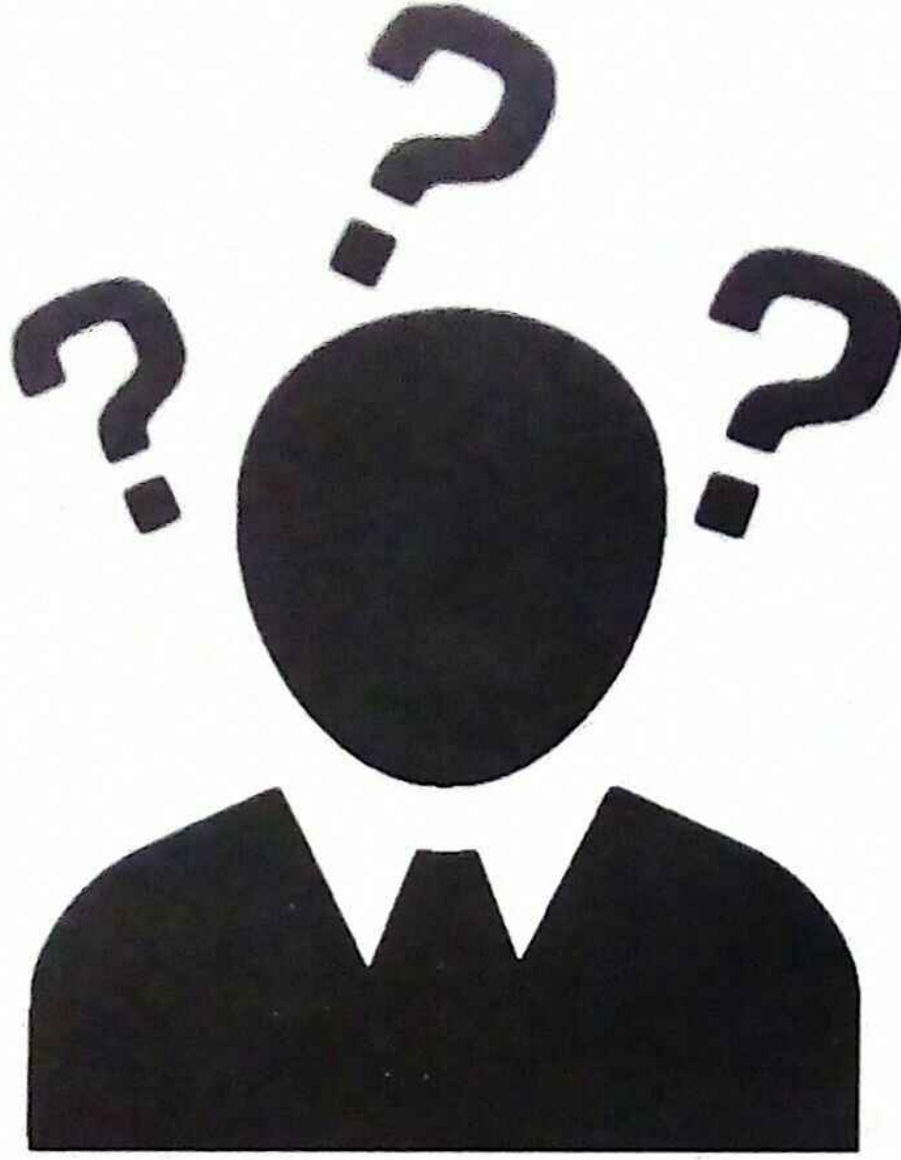
সহজ যুক্তি প্রয়োগ করলেই বোঝা যায় যে, কিছু একটা মিলছে না। এটা মোটেও কোন যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নয়। প্রতিযুক্তি হিসেবে অন্তত বস্তুবাদ বা নাস্তিক্যবাদ কোন সমাধান দেয় না, এ ধারণা অর্থহীন। একেবারে সহজ করে বললে, কীভাবে জড়বস্তু থেকে বুদ্ধিমত্তা আসতে পারে? এলোমেলো-উদ্দেশ্যহীন প্রক্রিয়া থেকে কীভাবে সুশৃঙ্খলা পাওয়া সম্ভব? এর মানে এই দাবী করা যে, সম্পূর্ণ শূন্যতা থেকে আপনা আপনি কিছু সৃষ্টি হয়েছে বা শূন্য (nothing) থেকে কিছু (something) সৃষ্টি হতে পারে! এটা অসম্ভব ব্যাপার! হাস্যকর দাবী! দার্শনিক পি. জে. জোয়ার্ট বলেন,

> "অসম্ভব বলে যদি কিছু থাকে তা হল, শূন্য থেকে আপনা আপনি কোন কিছুর উদ্ভব হওয়া।" [১]

---

১. P. J. Zwart, About time: A Philosophical Inquiry Into The Origin And Nature Of Time; p. 117-119 (Illustrated Edition, North-Holland Pub. Co., 1976)

www.eboibangla.xyz

কিন্তু কিছু মানুষ চায় আমরা এটাই বিশ্বাস করি। সোজাসুজি বললে ছু মন্তর ছু! অর্থাৎ, যেন কোন একটা জাদু! সাম্প্রতিক সময়ে *A Universe from Nothing: Why There Is Something Rather than Nothing* গ্রন্থ লিখে আলোচিত (নাস্তিক), তাত্ত্বিক পদার্থবিদ অ্যারিজোনা স্টেট ইউনিভার্সিটির প্রফেসর লরেন্স এম. ক্রউস প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে মহাবিশ্ব *'Nothing'* থেকে উৎপন্ন হয়েছে।

Nothing বলতে আমরা তো বুঝি একেবারে শূন্যতা, এরিস্টটল যাকে পাথরের স্বপ্ন বলে অভিহিত করেছিলেন। পাথর কি আদৌ কোন স্বপ্ন দেখে? কিন্তু মজার ব্যাপার হল ক্রউস ও তাঁর সমমনারা এখানে শব্দের খেলা খেলেছেন। তাঁরা নাথিং এর প্রচলিত অর্থ চতুরতার সাথে বদলে দিয়েছেন। তাঁদের ভাষায় "নাথিং বা শূন্যতা" হল আসলে "সামথিং" যেটাকে বলা হয় "কোয়ান্টাম ভ্যাকিউম" যা কিনা তরঙ্গায়িত শক্তির এক সমুদ্রের ন্যায়।

এককালের খ্যাতনামা নাস্তিক, প্রফেসর এনটনি ফ্লিউ বলেন,

> "বেশ কিছু মহাকাশতত্ত্ববিদ অনুমান করেছেন যে মহাবিশ্ব "শূণ্য" থেকে উদ্ভব হয়েছে। ... (তাঁদের দাবীকৃত) এই "শূন্যতা" হল ক্ষেত্র বিশেষে শক্তির চমকপ্রদ উচ্চ ঘনত্ব বিশিষ্ট স্থান-সময়ের ফেনার ন্যায়।" [২]

নিউ সাইন্টিস্ট ম্যাগাজিন প্রফেসর লরেন্স এম. ক্রউসের *'Nothing'* এর ব্যাখ্যায় লিখেছে,

> "যদিও পরিশেষে তাঁকে একটু সূক্ষ্ম কারচুপির আশ্রয় নিতে হয়েছে। বস্তুত স্থান ও কাল শূন্যতা থেকে আসতে পারে; যে শূন্যতাকে ক্রউস চমৎকারভাবে ব্যাখ্যা করেছেন (এই বলে): শূন্যতা হল (প্রকৃত অর্থে শূন্যতা নয় বরং) অত্যন্ত অস্থিতিশীল অবস্থা যা থেকে 'সামথিং বা কোন কিছু'র উদ্ভব হওয়া প্রায় অনিবার্য।" [৩]

সদ্য প্রয়াত স্টিফেন হকিং তাঁর আলোচিত গ্রন্থ 'দি গ্র্যান্ড ডিজাইন'-এ

২. Prof. Antony Flew, There is a God: How the World's Most Notorious Atheist Changed His Mind; p. 142 (London, HarperCollins e-books, September 2007)

৩. Michael Brooks, Trying to make the cosmos out of nothing; (Magazine issue 2847, published 14 January 2012) Retrieved from: https://www.newscientist.com/article/mg21328472-000-trying-to-make-the-cosmos-out-of-nothing

www.eboibangla.xyz

বলেন,

> "যেহেতু মাধ্যাকর্ষণ সূত্রের মতো (পদার্থবিদ্যার) সূত্র রয়েছে, (তাই) মহাবিশ্ব নিজেকে শূন্যতা থেকে সৃষ্টি করতে পারে।" [৪]

কিন্তু মজার বিষয় হল, এই সূত্রগুলো কোথা থেকে আসল তা তিনি বলেন নি। প্রফেসর অ্যালেক্সে ফিলিপ্পেনকোকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন,

> "... পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রগুলোর উৎস কী (জানতে চাইছেন)? তা আমি জানি না। বিজ্ঞান এই প্রশ্নের উত্তর দিতে অক্ষম।" [৫]

তাহলে স্বভাবতই প্রশ্ন আসে, এই সূত্রগুলো কোথা থেকে আসল? এলোমেলো প্রক্রিয়া থেকে তো নিয়ম তৈরি হতে পারে না। প্রফেসর ক্রউস নিজেও কিন্তু কোয়ান্টাম মেকানিক্সের সূত্রগুলো সঠিক - এমন অনুমান করে নিয়েই গল্প ফেঁদেছেন। কিন্তু সাধারণ মানুষ তাদের হাত সাফাই ধরতে পারেন নি। নাস্তিক দার্শনিক ডেভিড অ্যালবার্ট ক্রউসের বইয়ের রিভিউতে লিখেছেন,

> " ... আমার চোখে ক্রউসের অবস্থান একেবারেই ভুল। ধর্ম ও দর্শনের দৃষ্টিকোণ থেকে যারা সমালোচনা করছেন তারা একদম সঠিক।..." [৬]

পদার্থবিদ জর্জ এলিস এর মতে, ক্রউসের এই বই হলো স্রেফ অপ্রমাণিত দার্শনিক কপচানি মাত্র! [৭]

---

৪. Adam Gabbatt, Stephen Hawking says universe not created by God; Retrieved from: https://www.theguardian.com/science/2010/sep/02/stephen-hawking-big-bang-creator

৫. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩০, রেফারেন্স ৩

৬. David Albert, On the Origin of Everything; Retrieved from: www.nytimes.com/2012/03/25/books/review/a-universe-from-nothing-by-lawrence-m-krauss.html

৭. John Hogran, Is Lawrence Krauss a Physicist, or Just a Bad Philosopher. Scientific American, 20 November 2015. Availabe at: http://blogs.scientificamerican.com/cross-check/is-lawrence-krauss-a -physicist-or-just-a-bad-philosopher

www.eboibangla.xyz

'চেতনা' এক রহস্য!
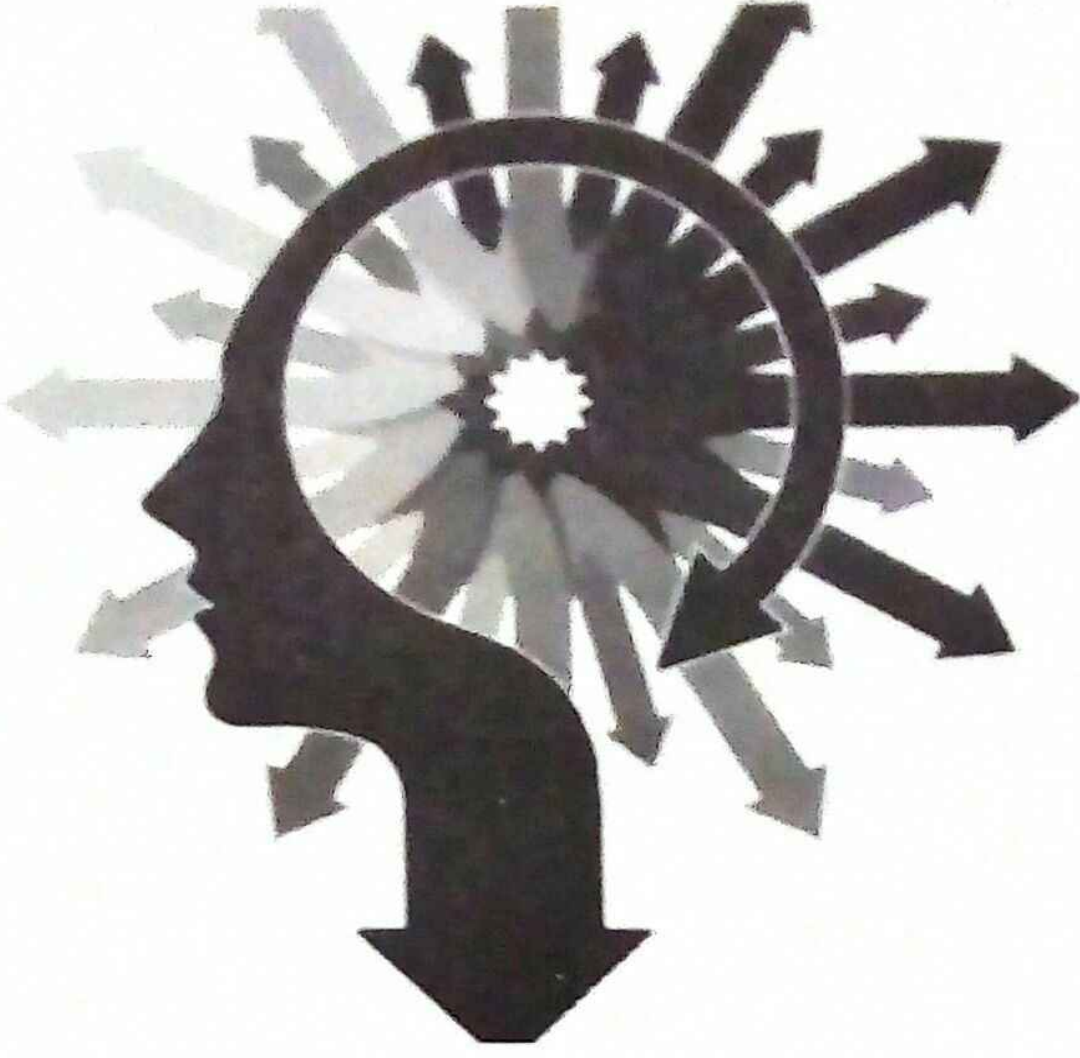
এবার "চেতনা বা আত্মবোধ (*Consciousness*)" বিষয়টি ভেবে দেখুন। মানুষ হিসেবে আমাদের আত্মবোধ বা ব্যক্তিকেন্দ্রিক অনুভূতি রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ এই মুহূর্তে আপনি আমার কথা শুনছেন, এই কথাগুলো অনুভব করছেন। কথাগুলো আপনার মাঝে বিশেষ অনুভূতির সৃষ্টি করছে। তাই না? কেউ হয়তো ভাবছেন, কি সব খটমটে ছাইপাশ লিখেছে? আবার কেউ ভাবছেন, ব্যাপারটা তো কৌতূহলউদ্দীপক!

এখন বিজ্ঞানীরা যা করতে পারে তা হল, তারা আপনাকে কোন কম্পিউটারের সাথে যুক্ত করবেন। আর আমার কথা শুনে আপনার মস্তিষ্কের কোথায় কী পরিবর্তন হচ্ছে তা নির্ণয় করে দেখাবেন। কিন্তু তারা যেটা করতে পারবে না তা হল, আমার কথা শুনে আপনার মাঝে যে ব্যক্তিভিত্তিক অনুভূতির সৃষ্টি হচ্ছে তা পরিমাপ করা। এটা একটা বিমূর্ত ব্যাপার যা বিজ্ঞান বা অভিজ্ঞতাবাদের (*Empiricism*) দ্বারা পরিমাপ করা যায় না।

www.eboibangla.xyz

তাত্ত্বিক পদার্থবিদ ও গণিতবিদ ফ্রিম্যান জন ডাইসন বলেন,

> "আমাদের চারপাশের এই পৃথিবীর যেখানেই আমরা অনুসন্ধান করি না কেন, আমরা রহস্য খুঁজে পাই। আমাদের গ্রহ মহাদেশ ও সমুদ্র দ্বারা আচ্ছাদিত যার উৎপত্তির কারণ আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি না। ... মহাবিশ্বের দৃশ্যমান পদার্থের চেয়েও আরও অনেক বেশি পরিমাণ অদৃশ্য ডার্ক ম্যাটার রয়েছে, যা আমরা একেবারেই বুঝতে পারি নি। প্রাণের উৎপত্তি পুরোটাই রহস্য। আর ঠিক তেমনই এক রহস্য হলো মানব চেতনার অস্তিত্ব। কীভাবে স্নায়ু কোষে ঘটে চলা ইলেক্ট্রিক্যাল ডিস্চার্জ আমাদের অনুভূতি-আকাঙখা এবং কর্মের সাথে সম্পর্কিত, সে সম্পর্কে আমাদের কোনো স্পষ্ট ধারণা নেই। ..." [১]

অ্যালেন ইন্সটিটিউট ফর ব্রেইন সাইন্সের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এবং বারাক ওবামা'র প্রশাসন কর্তৃক মানব মস্তিষ্ককে ম্যাপ করার মাল্টিবিলিয়ন ডলার প্রজেক্টের মূল ব্যক্তিত্ব (ক্যালিফোরনিয়া ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজি-এর জীব-প্রকৌশলবিদ্যার) অধ্যাপক ক্রিস্টফ কক বলেন,

> "আমি মনে করি চেতনার বিষয়টি অধ্যয়নের দিকে সর্বপ্রথম যে ইচ্ছা আমাকে ধাবিত করেছিল তা হল, আমি সংগোপনে নিজেকে দেখাতে চেয়েছিলাম যে একে বৈজ্ঞানিক উপায়ে ব্যাখ্যা করা যায় না ..." [২]

---

১. Freeman Dyson, How We Know (March 10, 2011 Issue); Available at: http://www.nybooks.com/articles/2011/03/10/how-we-know

২. "Why can't the world's greatest minds solve the mystery of consciousness?" Retrieved from: https://www.theguardian.com/science/2015/jan/21/-sp-why-cant-worlds-greatest-minds-solve-mystery-consciousness

www.eboibangla.xyz

'চেতনা' ব্যাখ্যায় বস্তুবাদের ব্যর্থতা

বস্তুবাদ কীভাবে এর ব্যাখ্যা দিবে? নিছক প্রাণহীন বস্তু থেকে কীভাবে বিমূর্ত চেতনা আসতে পারে? এই দাবী তো আবারো শূন্যতা থেকে আপনা-আপনি কিছু সৃষ্টি হয়েছে এমন বলার সমতুল্য। এটা হাস্যকর এক দাবী ! কারণ, সূচনা অবস্থায় শুধু প্রাণহীন জড়পদার্থই থাকলে যা ঘটবে তা হল, সময়ের আবর্তে সরল প্রকৃতির পদার্থগুলো আরো জটিল পদার্থে বিন্যস্ত হবে।

কিন্তু আপনি এই জড়পদার্থ থেকে চেতনার মত বিমূর্ত কোন বিষয় পাবেন না। দার্শনিক জিওফরে ম্যাডেল বলেন,

> "... তাই চেতনার আবির্ভাব এক রহস্য, যার (উৎপত্তির কারণের) উত্তর দিতে বস্তুবাদ লক্ষনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে..." [১]

ঠিক এ ব্যাপারটাই স্বীকার করেছেন নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনবিদ্যার (নাস্তিক) অধ্যাপক থমাস নাগেল। তিনি চেতনা ব্যাখ্যায় নব্য-ডারউইনবাদিদের ব্যর্থতা ফুটিয়ে তুলেছেন অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত তাঁর *'Mind and Cosmos: Why the Materialist Neo-Darwinian Conception of Nature Is Almost Certainly*

---

১. W. L. Craig & J. P. Moreland (etd.), The Blackwell Companion to Natural Theology; p. 282 (John Wiley & Sons, February 2012)

www.eboibangla.xyz

False' গ্রন্থে।[২] বলাই বাহুল্য, এর জন্য তিনি নাস্তিক মহলে বেশ সমালোচনার সম্মুখীন হন।

দেখুন, এটাই আমাদের ও এই মহাবিশ্বের প্রকৃতি। আলোচিত এই গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক প্রশ্নগুলো আমাদের করা উচিত। এই বাস্তবতাগুলির উৎস কী? বস্তুবাদ এ বিষয়ে কোন উত্তর প্রদান করতে পারে না। এই যৌক্তিকভাবে অনুধাবনযোগ্য মহাবিশ্বের অস্তিত্বের কারণ বস্তুবাদ ব্যাখ্যা করতে পারে না।

আসলে রহস্য কিন্তু আরও খানিকটা গভীরে! কেন জানেন? শুধু মহাবিশ্বই যুক্তিপূর্ণ নয়, বরং আমরাও যৌক্তিক চিন্তাশক্তি সম্পন্ন সত্তা! মহাবিশ্বকে অনুধাবন করার ক্ষমতা রয়েছে আমাদের। কী দারুণ ব্যাপার! অনেকটা তালা-চাবির মত! এই মহাবিশ্ব, এর সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্য হল তালার ন্যায়। আর মানব মস্তিষ্ক হল চাবির ন্যায়, যার উচ্চতর চিন্তা ক্ষমতা রয়েছে। এর ক্ষমতা রয়েছে মহাবিশ্বের গোপন রহস্যের কিছুটা উদঘাটন করার। আমাদেরকে যেন এখানে স্থান দেওয়াই হয়েছে এই মহাবিশ্বকে আবিষ্কার করার জন্য!

ইন শা আল্লাহ্ আর কিছুক্ষণের মাঝেই আমরা দেখবো, ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে এই বাস্তবতাগুলোর ব্যাপারে চমৎকার সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। তবে তার আগে চলুন বহুল আলোচিত বিবর্তন নিয়ে কিছু কথা বলা যাক।

---

২ "... The physical sciences can describe organisms like ourselves as parts of the objective spatio-temporal order – our structure and behavior in space and time – but they cannot describe the subjective experiences of such organisms or how the world appears to their different particular points of view..." - Thomas Nagel, The Core of 'Mind and Cosmos'

Retrieved from: https://opinionator.blogs.nytimes.com/2013/08/18/the-core-of-mind-and-cosmos

www.eboibangla.xyz

প্রাকৃতিক নির্বাচন ও সত্যান্বেষণ

A population of mice has moved into a new area where the rocks are very dark. Due to natural genetic variation, some mice are black, while

Tan mice are more visible to predatory birds than black mice. Thus, tan mice are eaten at higher frequency than black mice. Only the surviving mice reach

Because black mice had a higher chance of leaving offspring than tan mice, the next generation contai a higher fraction of black mice than the previous

বিশিষ্ট তাত্ত্বিক পদার্থবিদ, মহাকাশতত্ত্ববিদ ও গণিতজ্ঞ (ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক) জন ডেভিড ব্যারো টেম্পেলটন পদক গ্রহনের ভাষণে মানুষের যৌক্তিক চিন্তা করার ক্ষমতা উল্লেখ করে বলেন,

> " ... আমাদের বেঁচে থাকা ও সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য প্রাকৃতিক নির্বাচনের কোয়ার্ক – ব্ল্যাক হোল প্রভৃতি অনুধাবনের কোনই প্রয়োজন নেই।" [১]

কেবল বেঁচে থাকার জন্য মহাবিশ্ব অনুধাবন বা গণিত সমাধানের কোনই প্রয়োজন নেই! পশু-পাখি বেঁচে আছে, তেলাপোকা জীবনধারণ করছে। আপনাদের কারও বাসায় যদি তেলাপোকার উপদ্রব থাকে তাহলে আপনি জানবেন যে তারা কত ভালোভাবে টিকে থাকতে পারে এবং কত দ্রুত তারা সংখ্যাবৃদ্ধি করতে পারে! তাদের এই ক্ষমতা আমাদের লজ্জায় ফেলে দিবে।

কিন্তু শেষ কবে আপনি দেখেছেন কিছু তেলাপোকা মিলে কফি খেতে খেতে কোয়ান্টাম মেকানিক্স নিয়ে আলোচনা করছে! আপনি হাসছেন, তাই না? কারণ এমনটা কখনই ঘটে না। তাই কেবল বেঁচে থাকা আর আবিষ্কারের সন্ধান দুটি ভিন্ন জিনিস, একে অন্যের সাথে সম্পর্কিত নয়।

১. John D Barrow, Astronomy illuminates the glory of God; Retrieved from: http://www.telegraph.co.uk/comment/personal-view/3623827/Astronomy-illuminates-the-glory-of-God.html

www.eboibangla.xyz

DNA এর ডাবল হেলিক্স মডেলদাতার একজন, নোবেল বিজয়ী সুপরিচিত বিজ্ঞানী (নাস্তিক) ফ্রান্সিস ক্রিক বলেন,

> "সর্বোপরি আমাদের অত্যন্ত বিকশিত মস্তিষ্ক বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কারের জন্য বিবর্তিত হয় নি। বরং কেবলই বেঁচে থাকা ও বংশধর রেখে যাওয়ার জন্য আমাদের যথেষ্ট দক্ষ করে তুলতে বিবর্তিত হয়েছে।" [২]

ব্যাপারটা কেমন গোলমেলে দেখেছেন? নাস্তিকরা 'সত্য খুঁজি, যুক্তি মেনে চলি' এমন কতগুলো যে বুলি আওড়ায়, বিবর্তনবাদ অনুযায়ী এই দাবীই অর্থহীন! এমনকি নব্য নাস্তিক্যবাদের অন্যতম জনক স্যাম হ্যারিসও স্বীকার করেছেন,

> "...আমাদের যৌক্তিক, গাণিতিক ও পদার্থবিদ্যার স্বতঃলব্ধ জ্ঞান (*intuitions*) প্রাকৃতিক নির্বাচনের দ্বারা সত্য অনুসন্ধানের জন্য পরিকল্পিত হয় নি..." [৩]

তাই আবারো বলতে হয়, বস্তুবাদ এবং বিবর্তন ও প্রাকৃতিক নির্বাচন আমাদের যৌক্তিক চিন্তা করার ক্ষমতা ব্যাখ্যা করতে পারে না। আমাদের উচ্চতর চিন্তার ক্ষমতার ব্যাখ্যা দিতে পারে না।

---

২. Francis Crick, The Astonishing Hypothesis: The Scientific Search for the Soul, p. 262 (New York: Charles Scribner's Sons, 1994)

৩. Sam Harris, The Moral Landscape; Chapter 2: Good and Evil, p. 66 (Simon and Schuster, September 13, 2011)

www.eboibangla.xyz

কুর্‌আনের চোখে

কিন্তু ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা এক চমৎকার সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি। আল-কুর্‌আনে আল্লাহ্ (সুব্‌হানাহু ওয়া তা'আলা) তাঁর অস্তিত্ব প্রমাণের আলোচনা তেমন একটা করেননি। খুবই কম করেছেন। কারণ আল্লাহ্ হলেন স্বয়ংপ্রমাণিত সত্য, তাঁর অস্তিত্ব অবশ্যম্ভাবী।

বরং তার বদলে তিনি যা করেছেন তা হল, আমাদেরকে তাঁর অস্তিত্ব থেকে উপাসনার দিকে ধাবিত করেছেন। আর এর জন্য অন্যতম কৌশল যা স্রষ্টা প্রয়োগ করেছেন তা হল, তিনি আমাদেরকে তাঁর সৃষ্টির দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ করতে বলেছেন। তিনি ভৌত জগতের বাস্তবতার দিকে আমাদের দৃষ্টি নিবন্ধ করতে বলেছেন।

কারণ তা করলে আমরা তাঁর মহিমা অবলোকন করব, তাঁর সৃজনী ক্ষমতা দেখতে পাব। এবং যৌক্তিক চিন্তাশক্তি সম্পন্ন সত্তা হিসেবে তিনি আমাদের সৃষ্টি করার কারণে আমরা তখন অনুধাবন করব তিনি কত মহান এবং আমরা কত তুচ্ছ! আমরা স্বভাবতই তাঁর নিকট আত্মসমর্পন করব এবং তাঁকে উপাসনা করব।

www.eboibangla.xyz

উদাহরণস্বরূপ, স্রষ্টা আল-কুর্‌আনে বলেন,

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ

"নিশ্চই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃজনে এবং দিবস ও রাত্রির পরিবর্তনে জ্ঞানবানদের জন্যে স্পষ্ট নিদর্শনাবলী রয়েছে।"

(ভাবার্থ, সূরা আলে 'ইমরান ৩:১৯০)

স্রষ্টা আল-কুর্‌আনে আরও বলেন,

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

"আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী দেখাব দূর দিগন্তে এবং তাদের নিজেদের মধ্যেও; যতক্ষণ না তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, এ কুর্‌আন সত্য। এটা কি যথেষ্ট নয় যে, তোমার প্রতিপালক সর্ববিষয়ে অবহিত ?" (ভাবার্থ, সূরা ফুস্‌সিলাত ৪১:৫৩)

স্রষ্টা আমাদের বলছেন প্রাকৃতিক জগতের বাস্তবতা অবলোকন করতে। আর আমরা যখন জগতের দিকে তাকাই আমরা কী দেখি? আমরা দেখি সুশৃঙ্খলা। আমরা দেখি নিদর্শনাবলী। দেখতে পাই বিভিন্ন স্বতন্ত্র সূত্র বা নিয়মের সমাহার। আমরা দেখি গণিত, ভূগোল এবং এরূপ আরও চমকপ্রদ ব্যাপার! এবং তা করার জন্য আমাদের বুদ্ধিমত্তাও রয়েছে।

www.eboibangla.xyz

অপার অনুগ্রহ

এটা এক আশীর্বাদ। আরও অগ্রসর হয়ে আমি বলতে চাই এটা হল অন্যতম শ্রেষ্ঠ অনুগ্রহ! কারণ একটু চিন্তা করে দেখুন আমরা কতটা নগণ্য! তুচ্ছ এক বিন্দুর মত! নগণ্য এক নীল গ্রহে আমাদের আবাস যাকে আমরা পৃথিবী বলি, যা আমাদের সৌরজগতের তুলনায় নগণ্য। এই সৌরজগত আমাদের গ্যালাক্সির তুলনায় নগণ্য। আমাদের গ্যালাক্সি তথা মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি অন্য সকল গ্যালাক্সির তুলনায় নগণ্য। চিন্তা করে দেখুন আমরা কতই না তুচ্ছ!

এত নগণ্য হওয়ার পরও স্রষ্টা আমাদের এক মহাবিশ্ব দিয়েছেন যা যৌক্তিকভাবে বোধগম্য এবং আমাদের ক্ষমতা দিয়েছেন এই মহাবিশ্বকে অনুধাবন করার। এই মহাবিশ্বের ঐশ্বর্য অবলোকন করার। এটা হল অন্যতম শ্রেষ্ঠ অনুগ্রহ। আর অনুগ্রহ নিছক কোন যান্ত্রিক কারণের বৈশিষ্ট্য হতে পারে না। অনুগ্রহ হল কোন সত্তার বৈশিষ্ট্য। আর চমকপ্রদ ব্যাপার হল কুর্‌আনের প্রায় সকল সূরাই শুরু হয়, "বিস্‌মিল্লাহ্‌ আর-রাহ্‌মান আর-রাহিম" দ্বারা যার ভাবার্থ পরম 'করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)'।

www.eboibangla.xyz

কুর্‌আনে পুরো একটা সূরাই আছে “সূরা আর-রাহ্‌মান” নামে। যেখানে ক্রমাগত স্রষ্টা জিজ্ঞেস করেছেন, স্রষ্টার কোন অনুগ্রহকে তোমরা অস্বীকার করবে? ভেবেই দেখুন না। একেবারে সহজ চিন্তা। যত প্রাণ আমরা এই পৃথিবীর বুকে দেখি- পশুপাখি, কীটপতঙ্গ, পিপীলিকা, বানর আরও কত কী! আমরাই কিন্তু একমাত্র সত্তা যাদের ক্ষমতা আছে এই মহাবিশ্বকে বোঝা ও আবিষ্কার করার এবং বৈজ্ঞানিক কর্মপদ্ধতি চালনা করার। ব্যাপারটা মুগ্ধ করার মত!

মহাবিশ্বের বোধগম্যতা ও আমাদের যৌক্তিক চিন্তা শক্তি, আমাদের যুক্তি প্রয়োগ ও উচ্চতর চিন্তা ক্ষমতার কারণ হিসেবে স্রষ্টাই সর্বোত্তম ব্যাখ্যা। শুধু তাই নয়, এই বাস্তবতার দিকে ইসলামই সর্বোত্তম সিদ্ধান্ত দেয়। আসলে এমন বাস্তবতাগুলো শেষ হবার নয়। এরকম আরেকটি বাস্তবতা হল তথ্যের বাস্তবতা!

www.eboibangla.xyz

তথ্য কি মূর্ত ?

তথ্যও দারুণ এক বিষয়! কারণ আমরা এমন এক জগতে বাস করি যা তথ্য দ্বারা পূর্ণ। তথ্য নিজেই কিন্তু এক বিমূর্ত বিষয়, এর কোন বস্তুগত উপকরণ নেই। এর বস্তুগত বাহক রয়েছে, কিন্তু এর নিজস্ব কোন বস্তুগত উপাদান নেই। সহজ উদাহরণ দেই, মনে করুন আপনি একই কোম্পানির ৩২ জিবি'র দু'টি পেনড্রাইভ কিনেছেন। ধরে নিন, প্রথমটি পুরোপুরি খালি আর দ্বিতীয়টির পুরো মেমোরি নানা ডকুমেন্ট দিয়ে পূর্ণ। এখন পেনড্রাইভ দু'টি ওজন করে দেখুন তো? দেখবেন দু'টিরই ওজন সমান। তথ্যে পরিপূর্ণ হওয়ার পরও দ্বিতীয় পেনড্রাইভটির আকার-আয়তনেও কোন পরিবর্তন দেখবেন না।

একইভাবে এই মুহূর্তে আমি তথ্যের মাধ্যমে আপনাদের সাথে যোগাযোগ করছি। এক্ষেত্রেও কোন বস্তুগত পদার্থ আমার থেকে আপনাদের নিকট যাচ্ছে না। আপনি এই তথ্য নিয়ে অন্য কারও সাথে যোগাযোগ করতে পারেন, এক্ষেত্রেও কোন বস্তুগত পদার্থের স্থানান্তর হবে না। তাই এতে আরেকটি প্রশ্নের উদ্ভব হয়, আর তা হল, সর্বপ্রথমে তথ্য কোথা থেকে পেলেন আপনি?

একেবারে সহজ ও মৌলিক তথ্য বিষয়ে বিবেচনা করা যাক চলুন - "দি গড কোয়েশ্চেন"। একেবারে সহজ বাক্য, তিনটি শব্দে গঠিত, সবমিলিয়ে

www.eboibangla.xyz

১৪টি বর্ণ। বুঝতেই পারছেন বাক্যটি কম্পিউটার প্রোগ্রাম দিয়ে টাইপ করা হয়েছে। কিন্তু এখানে যে বস্তুগত গঠন আমরা দেখছি তা এক বিমূর্ত বিষয় ধারণ করে আছে। একে আমরা তথ্য বলছি এবং অর্থ অনুধাবন করতে পারছি। এখন ধরুন আমি কোনো এক পাঠককে বললাম যে এই বাক্যটি নিজেই নিজেকে এরকমভাবে টাইপ করেছে। এলোমেলোভাবে ও হঠাৎ করে তা ঘটে গেছে! আপনারা কয়জন আমাকে বিশ্বাস করবেন?

কেউ না! কারণ আপনি জানেন, বাক্যটি যতই সহজ হোক না কেন, কেবল এলোমেলো কতগুলো বর্ণ নয়; এর নির্দিষ্ট উচ্চারণ রয়েছে, এটি সুনির্দিষ্ট তথ্য ধারণ করে আছে। কোনো বিলম্ব ছাড়াই কিন্তু আপনি একে বুদ্ধিমত্তার চিহ্ন বলে সিদ্ধান্ত নিবেন। আবারো মৌলিক যৌক্তিক চিন্তা অর্থাৎ "ফাংশনাল রিজনিং" এর প্রয়োগ। হ্যাঁ, আপনি সঠিক, কোনো ব্যক্তি এটা টাইপ করেছে।

আপনারা জানেন যে, প্রত্নতত্ত্ববিদগণ বিভিন্ন গুহার দেয়ালে থাকা নানারকম চিত্র আবিষ্কার করেছেন। তাঁরা যদি গুহার দেয়ালে আরও অনেক সহজ ও মামুলি জিনিসও দেখতেন, যেমন চারটা লাইন ও কতিপয় বিন্দু, তাহলে একেও তাঁরা কোন বুদ্ধিমত্তার কর্ম বলেই রায় দিতেন। তাই না? তাহলে চলুন এবার মানব ডিএনএ-তে বিদ্যমান তথ্য নিয়ে চিন্তা করা যাক।

www.eboibangla.xyz

DNA (ডিএনএ) এক বিস্ময়!
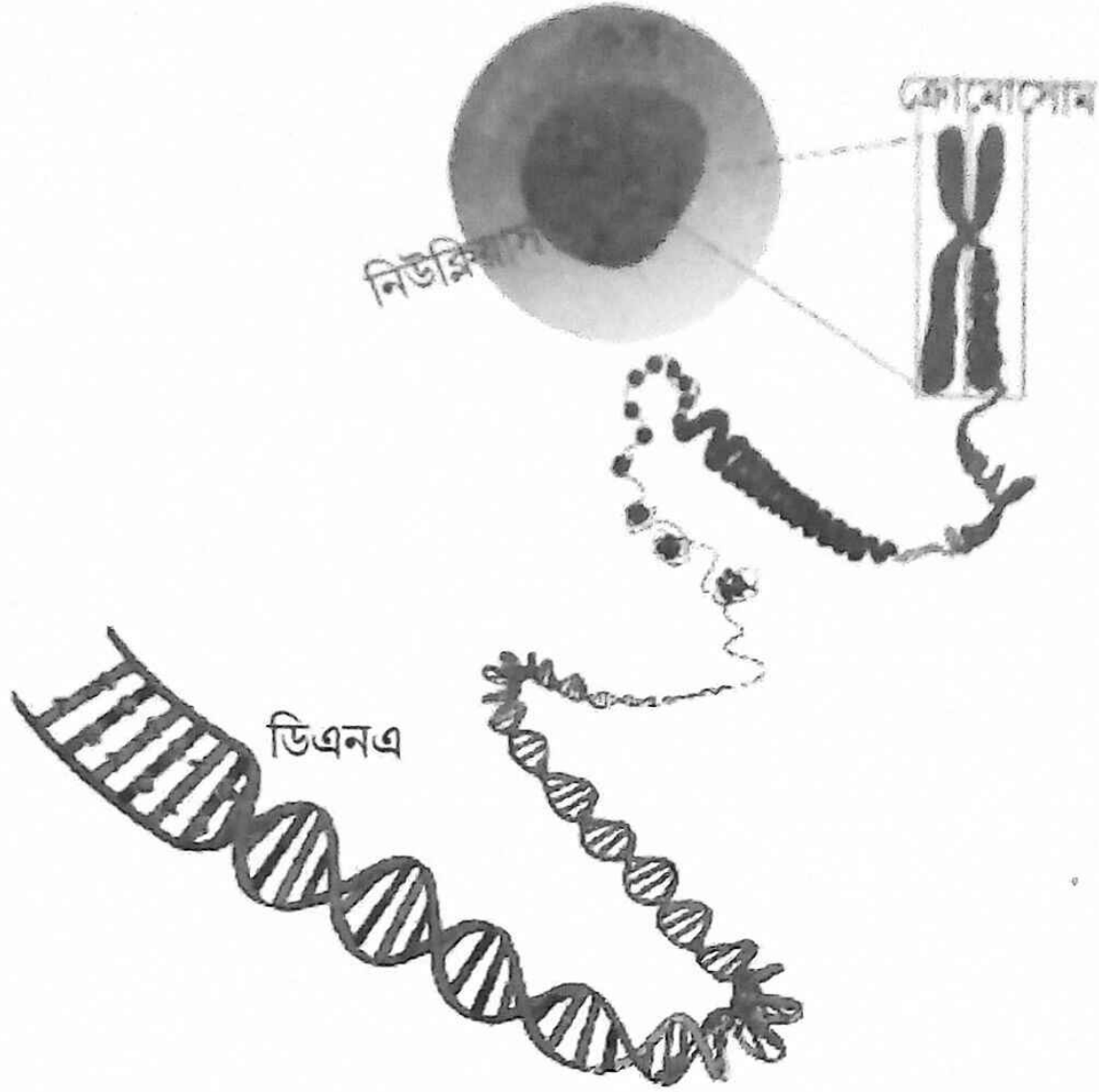
এবার ডিএনএ'র কথা ভাবুন। প্রতিটি সজিব কোষের নিউক্লিয়াসের ভেতরে থাকা রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে তৈরি ইয়া লম্বা সুতা। ছবিতে প্যাঁচানো যে সুতাটা দেখা যাচ্ছে ঐটা। এর গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো, মানুষের নানা বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করা। বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী ডিএনএ'র একটি ক্ষুদ্র একককে 'জিন' বলে। এমন সবগুলো জিনের সমষ্টি হলো জিনোম। মানুষের (হ্যাপ্লয়েড) জিনোম প্রায় ২.৮ – ৩.৫ বিলিয়ন (২৮০-৩৫০ কোটি) ক্ষারযুগল নিয়ে গঠিত! ক্ষারগুলোকে A, T, C এবং G দ্বারা চিহ্নিত করা হয়।[১]

নির্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন করার জন্য এগুলো সুনিপুণ অনুক্রমে বিন্যস্ত। প্রোটিন তৈরি করা ছাড়াও আরো বিভিন্ন কাজ করে এসব। এই প্রোটিনগুলোই নানা বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণে কাজ করে। আমরা যখন আগের বাক্যের মতো ১৪টি বর্ণের দিকে তাকাই, আমরা একবাক্যে বলি এটা কোন বুদ্ধিমত্তার কাজ। আপনা-আপনি এটা টাইপ হয়ে যেতে পারে না! এরূপ চিন্তা বাতুলতা!

১. ডিএনএ-তে বিদ্যমান নাইট্রোজেনঘটিত ক্ষারসমূহের (Adenine, Guanine, Cytocine, Thymine) নামের আদ্যক্ষর।

www.eboibangla.xyz

কিন্তু আমরা যখন মানব জিনোমের দিকে তাকাই, এতে বিদ্যমান তথ্য ও তার জটিলতা দেখি; কোষপ্রতি ৬ বিলিয়ন ক্ষারযুগল! [২] অন্যভাবে বললে ছয়শ কোটি বর্ণ দ্বারা গঠিত এক বাক্য! এর উৎপত্তির কারণ হিসেবে আমরা বলতে চাই হঠাৎ ঘটে গেছে বা ঘটা দরকার ছিল বা এ দুয়ের সমন্বয়! "ছু মন্তর ছু", আসলেই যাদু! আমাদের যাদুতে বিশ্বাস করতে প্ররোচিত করা হচ্ছে। এটাই নির্মম বাস্তবতা।
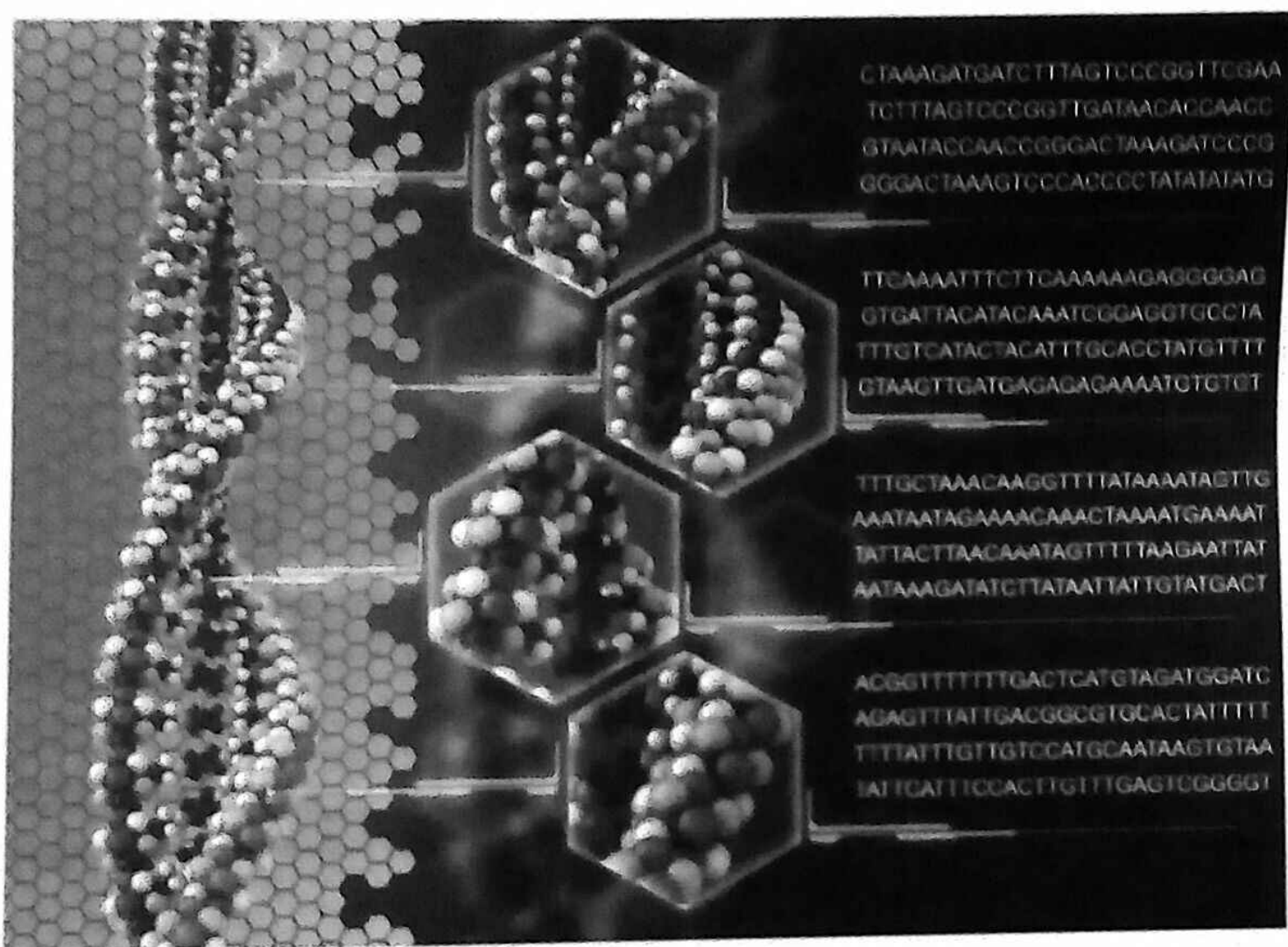
আমাদের যৌক্তিক চিন্তা ক্ষমতা স্রষ্টার দেয়া অনুগ্রহের একটি। কিছু মানুষ যেন ইচ্ছে করেই এটা ছুড়ে ফেলতে চাইছে। আর আমাদেরকেও এসব গেলাতে চাইছে। বিশ্বাস করাতে চাইছে, ডিএনএ'র মত জটিল তথ্যে ঠাসা কোন বিষয়ের উৎপত্তি হঠাৎ করে ঘটেছে বা ঘটা দরকার ছিল তাই ঘটেছে এমনটা ভাবা যৌক্তিক। কিন্তু 'দি গড কোয়েশ্চেন' বাক্যের মত সরল কিছুর ক্ষেত্রে- নাহ! অবশ্যই কেউ না কেউ তা সেখানে টাইপ করে রেখেছে, হঠাৎ করে তা হতে পারে না। এই হলো তাদের মুক্তচিন্তার দশা! তাদের দাবীতে কোন ঐক্য ও স্থিরতা নেই। সত্যিই কোন স্থিরতা নেই, এটা স্রেফ তামাশা ! স্রেফ তামাশা !

---

২. https://www.nature.com/scitable/nated/article?action=show ContentInPopup&contentPK=310

www.eboibangla.xyz

বিজ্ঞান ও বস্তুবাদ
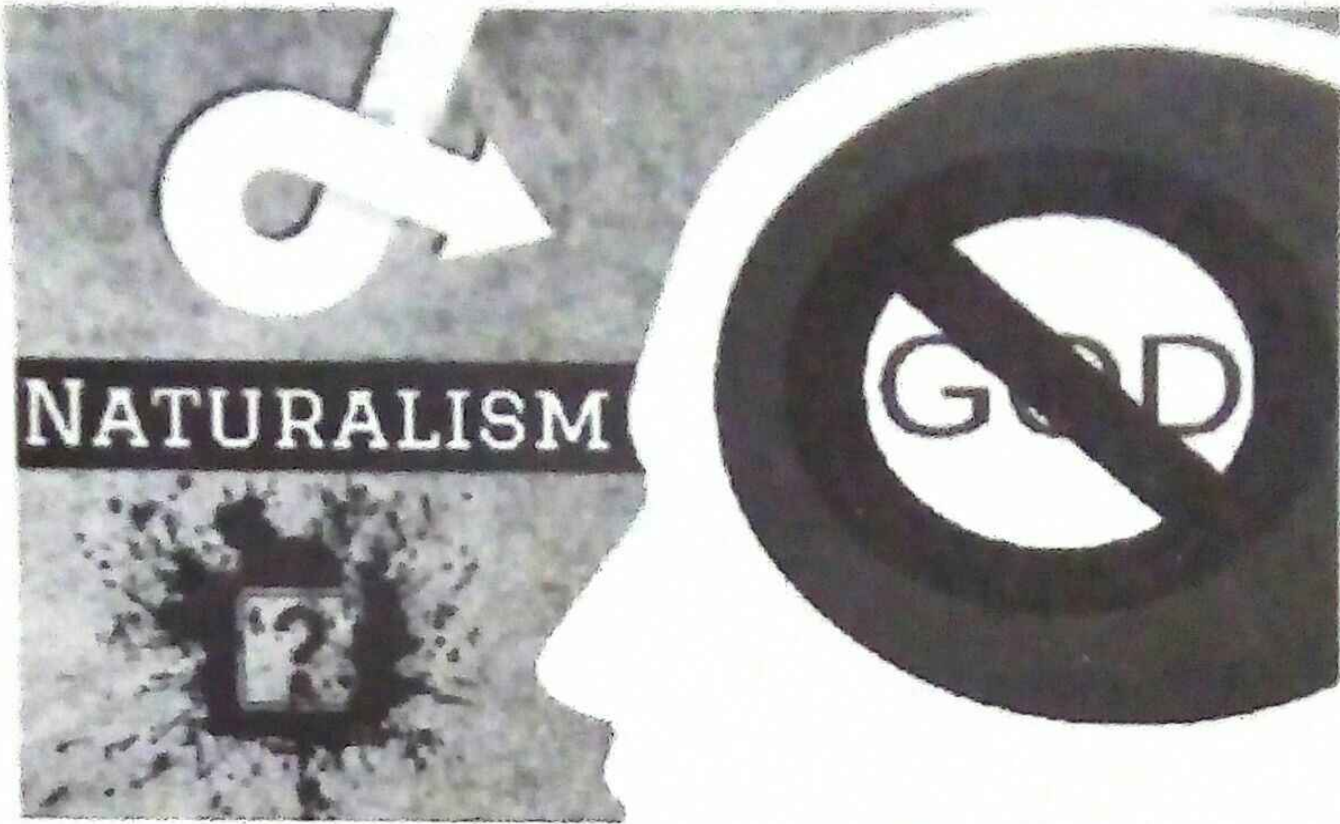
কেন তারা এমনটা বলতে চায় জানেন? জানতে চান? কারণ বর্তমানের বিজ্ঞানীরা বস্তুবাদী। তাঁরা বস্তুবাদ অর্থাৎ *Naturalism* কে *Assumption* স্বরূপ ধরে নিয়েই [১] বৈজ্ঞানিক মতবাদ দাঁড় করান। নাস্তিকরা আমাদের বুঝাতে চেষ্টা করেন বিজ্ঞানীরা নাকি সত্য সন্ধানী, নিরপেক্ষ। তাই কি? (নাস্তিক) জিনতত্ত্ববীদ রিচার্ড লেউনটিন (Richard C. Lewontin) বলেন,

> "বিজ্ঞান ও অতিপ্রাকৃতের মাঝে আসল দ্বন্দ্বকে বোঝার চাবি হল কমন সেন্সবিরোধী বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা মেনে নিতে আমাদের স্বদিচ্ছার দিকে তাকানো। যদিও বিজ্ঞানের কিছু মতবাদ সুস্পষ্টভাবে হাস্যকর, যদিও এটি জীবন ও স্বাস্থ্যের উন্নয়নের ব্যাপারে নানা উচ্চাভিলাষী প্রতিশ্রুতি রক্ষায় ব্যর্থ হয়, যদিও বৈজ্ঞানিক মহল অপ্রমাণযোগ্য 'কেবলই (শিশুতোষ) গল্প' (যেমন প্রাকৃতিক নির্বাচনের কিছু বিষয়) [২] মেনে নিতে সহিষ্ণু। তবুও আমরা বিজ্ঞানের পক্ষ নেই। কারণ আমরা আগে থেকেই বস্তুবাদের নিকট প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও প্রতিষ্ঠানগুলো বিস্ময়কর জগত সম্পর্কে একটি বস্তুবাদী ব্যাখ্যা গ্রহণে কোন না কোনভাবে

---

১. Naturalism, New World Encyclopedia; Available at: http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Naturalism_(Philosophy)

২. সর্বপ্রথম হার্ভার্ডের বিবর্তবাদি জীববিজ্ঞানি Stephen Jay Gould ডারউইনের বক্তব্যের কিছু অংশকে Just So Stories বলে অভিহিত করেন।

www.eboibangla.xyz

আমাদের বাধ্য করে ব্যাপারটা কিন্তু এমন নয়। বরং, পক্ষান্তরে (বস্তুবাদের প্রতি) পূর্ব থেকেই (*a priori*) আনুগত্যের কারণে আমরা বাধ্য হই (জগৎ অনুসন্ধানের) এমন উপকরণ ও কিছু ধারণা তৈরিতে যা বস্তুবাদী ব্যাখ্যাই জন্ম দেয়। সে ব্যাখ্যা যতই কাণ্ডজ্ঞানহীন হোক না কেন, অনভিজ্ঞদের জন্য যতই দুর্বোধ্য হোক না কেন। উপরন্তু বস্তুবাদই হল অকাট্য কারণ আমরা (আমাদের চিন্তার) দরজায় ঐশ্বরিক পদক্ষেপকে অনুমোদন করতে পারি না।" [৩]

নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানী (নাস্তিক) জর্জ ওয়াল্ড বলেন,

"প্রাণের উৎপত্তি (কীভাবে হল সে) বিষয়ে কেবল দুটি সম্ভাবনা রয়েছে: (হয় কেউ তা) সৃষ্টি (করেছে) অথবা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এর উদ্ভব হয়েছে। তৃতীয় কোন পথ নেই। স্বতঃস্ফূর্তভাবে উদ্ভব (হওয়ার ধারণা) একশ বছর আগেই ভুল প্রমাণিত হয়েছে, কিন্তু তা আমাদের কেবল অন্য সিদ্ধান্তের দিকে ধাবিত করছে (আর) তা হল ঐশ্বরিক সৃষ্টি। আমরা দর্শনগত (বস্তুবাদের) কারণে তা স্বীকার করতে পারি না; তাই আমরা অসম্ভবকে বিশ্বাস করব বলে বেছে নিই: তা এই যে, প্রাণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে হঠ্যাৎ করে উদ্ভব হয়েছে।" [৪]

কি অবাক হলেন, তাই না? আপনার বিজ্ঞানপ্রেমী বন্ধুরা তাদের মুক্তচিন্তার প্রচারকারী বইগুলোতে এই কথাগুলো নিশ্চয় লেখেনি। বরং আপনাকে কবিতা শুনিয়েছে, "বরং দ্বিমত হও, আস্থা রাখো দ্বিতীয় বিদ্যায়..."। বোঝাই যাচ্ছে তাদের চিন্তাধারা ততটা মুক্ত নয় যতটা দাবি করা হয়!

আমাদের উচিত এতক্ষণ ধরে আলোচিত এই বাস্তবতাগুলো অনুসন্ধান করা। বস্তুবাদী চিন্তাকে প্রশ্নের পাথরে বিক্ষত করা উচিত, বুদ্ধির নখে শান দিয়ে প্রতিবাদ করা উচিত। কী এই বাস্তবতাগুলোর সর্বোত্তম ব্যাখ্যা? এক্ষেত্রে আবারো স্রষ্টা তথা আল্লাহ্ই হলেন সর্বোত্তম ব্যাখ্যা। তিনি হলেন স্রষ্টা, সব কিছু তিনিই সৃষ্টি করেছেন আর তিনিই তথ্য সৃষ্টি করেছেন। ব্যাপারটা এতটাই সহজ!

---

৩. Richard Lewontin, Billions and Billions of Demons; Available at: http://www.nybooks.com/articles/1997/01/09/billions-and-billions-of-demons

৪. George Wald, The Origin of Life; Scientific American, 191:48. May 1954

www.eboibangla.xyz

গড অফ দি গ্যাপস ?

বস্তুবাদি কেউ হয়ত বলবে এটা তো 'গড অফ দি গ্যাপস' হয়ে গেল! অর্থাৎ কোন ব্যাপারে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অভাব স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রমাণ হতে পারে না। ক্রমাগত অগ্রগতির পথে বিজ্ঞান এক সময় কোন না কোন ব্যাখ্যা জেনে যাবে।[১] এর উত্তরে আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, প্রথমত নাস্তিক ও বস্তুবাদী গবেষকদের মতেই, বিজ্ঞান অধিবিদ্যার বিষয় তো দূরে থাক, এই বস্তুজগতেরই সব কিছু কখনোই জানতে পারবে না। আর যতটুকুই বা জানতে পারবে তাও কখনো শতভাগ সত্য বা অপরিবর্তনীয় সত্যের নিশ্চয়তা দিতে পারবে না।[২] দ্বিতীয়ত, বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য যে যৌক্তিক চিন্তার ক্ষমতা দরকার, তার অস্তিত্ব যে বস্তুবাদ অথবা প্রাকৃতিক নির্বাচন ব্যাখ্যা করতে পারে না তার প্রমাণ আগেই দেয়া হয়েছে।

সবশেষে বলব, আপনিও তেমনি 'গ্যাপ'-এ বিশ্বাসী আর তা হল 'ডার্ক অফ দি গ্যাপস'- মহাবিশ্বের সম্প্রসারণকারী অজানা কাল্পনিক ডার্ক এনার্জি আর মহাবিশ্বে বিরাজমান অদেখা ডার্ক ম্যাটার। বৈজ্ঞানিক অজ্ঞতাকে আপনারা 'ডার্ক' কিছু দ্বারা পূর্ণ করে দেন! কেউ আবার এলিয়েন দ্বারা পূর্ণ করে দেয়![৩]

---

১. Richard Dawkins, The God Delusion; p. 151 (Houghton Mifflin Harcourt, Jan 16, 2008)

২. এ বিষয়ে Peer Reviewed আর্টিকেল দেখুন: Macaulay A. Kanu, The Limitations of Science: A Philosophical Critique of Scientific Method; Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS) Vol. 20, Issue 7, Ver. I (July 2015), p. 77-87. DOI: 10.9790/0837-20717787

৩. পৃ. ৭০

www.eboibangla.xyz

ফিরে দেখা

আলাপচারিতা হলো বেশ কিছুক্ষণ। যে চশমা দিয়ে আপনি জগত দেখেন তা বদলের জন্যই এই প্রয়াস। এতক্ষণ আলোচিত নানাবিধ বিষয় হয়তো খানিকটা ভুলেও গেছেন। নিন, চশমাটা পড়ুন আর আমার সাথে দৃশ্যপট কল্পনা করুন।

বৈজ্ঞানিক অনুমান অনুযায়ী আজ থেকে প্রায় ১৪ বিলিয়ন বছর আগে আমাদের এই পুরো মহাবিশ্ব অস্তিত্ব লাভ করে। আশ্চর্যের ব্যাপার হল এই মহাবিশ্ব কেবলই এলোমেলো নয়, বরং সুশৃঙ্খল। এটি পরিচালিত হচ্ছে স্বতন্ত্র ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নিয়মের দ্বারা – যুক্তিবিদ্যা, গণিতবিদ্যা, পদার্থবিজ্ঞানের নিয়ম ইত্যাদি। এই মহাবিশ্বকে অত্যন্ত সঠিকতার সাথে সুনিপুণভাবে সমন্বিত করা হয়েছে। এর রয়েছে নির্দিষ্ট ধ্রুবক ও মাত্রা, যাদের মান অবিশ্বাস্যরকমভাবে সংকীর্ণ জীবন ধারণ উপযোগী সীমার মধ্যে রয়েছে। অর্থাৎ, এর একটু, সামান্য থেকে সামান্যতমও এদিক-ওদিক হলেই আর প্রাণের অস্তিত্বই সম্ভব হতো না।

শুধু তাই নয়। কতিপয় অনুমান অনুযায়ী আজ থেকে প্রায় ৪.৫৪ বিলিয়ন বছর আগে সৌরজগতে একটি গ্রহ আবির্ভূত হয় সৌরজগতে, যাকে আমরা পৃথিবী বলি। আর এই গ্রহের অবস্থান অত্যন্ত যথার্থ, যাকে বিজ্ঞানীরা বলেন, "গোল্ডিলকস্ জোন" (*Goldilocks Zone*) [১] – সূর্যের খুব কাছেও নয়, আবার সূর্য থেকে খুব দূরেও নয়। অন্য গ্রহের সাথে তুলনা করলেই এই

১. http://www.bbc.co.uk/science/space/solarsystem/sun_and_planets/earth

www.eboibangla.xyz

অবস্থানের ফলাফল আমরা দেখতে পাই। পৃথিবী এই অবস্থানের চেয়ে সূর্যের আরেকটু নিকটে বা দূরবর্তী হলে কী ঘটতো, তার প্রমাণ হলো অন্যান্য গ্রহ।

এই গ্রহটি যে শুধু সঠিক অবস্থানে আবির্ভূত তাই নয়, এর আরও রয়েছে এক যথার্থ বায়ুমণ্ডল। এই গ্রহের আরও রয়েছে এক যথার্থ আকারের উপগ্রহ বা চাঁদ। ধারণা করা হয় এই গ্রহেই প্রায় ৩.৮৫ বিলিয়ন বছর আগে[২], মোটামুটি এই সময়ে কোন না কোনভাবে প্রাণের উদ্ভব হয়। এই প্রাণ ধারণ করে তথ্য। শুধু তাই নয়, ক্ষণকাল পর যেভাবেই হোক মানুষের উদ্ভব হয়, আর এই মানুষের মহাবিশ্ব অনুধাবনের ক্ষমতা রয়েছে। মহাবিশ্বের বোধগম্যতা অনুধাবনের ক্ষমতা রয়েছে, ক্ষমতা রয়েছে এই মহাবিশ্বের সুনিপুণ সমন্বয় নিয়ে গভীর চিন্তা করার। এই মানুষ শুধু বিচক্ষণ তাই নয়, তারা প্রাণোচ্ছল, বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন, নৈতিকতা সম্পন্ন, চেতনা সম্পন্ন সত্তা!

আপনি যদি দাবী করতে চান এই সকল কিছুই উদ্দেশ্যহীন, এলোমেলো, ভৌত, জড় প্রক্রিয়ার ফল; কেবল পদার্থের অণুগুলোর একে অন্যের সাথে সংঘর্ষের ফল! তাহলে তাই করুন! তাই করুন! তবে জেনে নিন আপনি নিজেকে ছাড়া আর কাউকে বোকা বানাচ্ছেন না।

---

২. Science, 24 May 2002: Vol. 296, Issue 5572, pp. 1376. Available at: http://science.sciencemag.org/content/296/5572/news-summaries

www.eboibangla.xyz

একের আহ্বানে
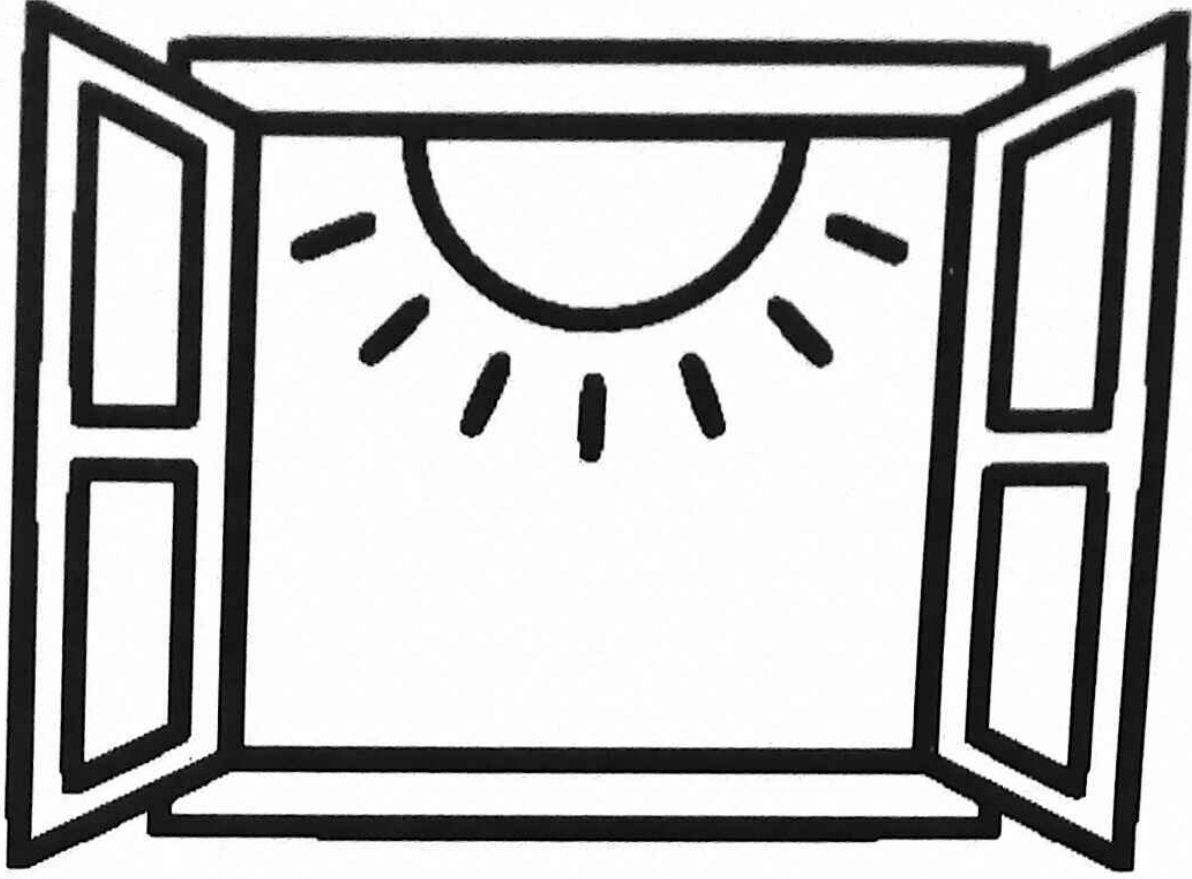
আর এর সাথেই আমি আপনাদের বিদায় জানাচ্ছি। আহ্বান জানাচ্ছি আপনার ফিতরাহ্‌কে প্রকৃতরূপে জাগ্রত করুন, বোধশক্তিকে জাগ্রত করুন। প্রকৃতির বাস্তবতা অনুসন্ধান করুন, আল-কুর্‌আন পড়ুন। কুর্‌আন এমন এক গ্রন্থ যা আপনাকে নিঃসন্দেহে ভাবতে শিখাবে। কুর্‌আনে ক্রমাগত স্রষ্টা আপনাকে আহ্বান জানান চিন্তা করার, গভীরভাবে ভাবার, প্রকৃতির বাস্তবতা অনুসন্ধান করার। মৌলিক চিন্তাশক্তি ব্যবহার করুন, ফাংশনাল রিজনিং কাজে লাগান। এবং আমি প্রার্থনা করি স্রষ্টা যেন আমাদের সকলের ফিতরাহ্‌কে জাগ্রত করেন এবং সত্যের দিকে পথ দেখান।

www.eboibangla.xyz

পরিশিষ্ট ১

বিবর্তন কথন

"… কিন্তু তৎক্ষণাৎ আমার মাঝে সেই ভয়ঙ্কর সন্দেহ সবসময় মাথা চাড়া দিয়ে উঠে (যে) মানব মানসের প্রত্যয়গুলো যা কিনা নিম্ন শ্রেণীর পশুর থেকে (বিবর্তিত হয়ে) বিকশিত হয়েছে তার আদৌ কি কোন মূল্য আছে বা আদৌ কি (তা) নির্ভরযোগ্য? কেউ কি কোন বানরের মানসে আসা কোন প্রত্যয়কে বিশ্বাস করবে, যদি এমন মানসে কোন প্রত্যয় (আদৌ) থেকে থাকে? …" [১]

Charles Darwin

চার্লস রবার্ট ডারউইন (১৮০৯-১৮৮২)

১. Charles Darwin, A Letter To William Graham (3 July 1881); Cambridge University Library, Darwin Correspondence Project: Letter no. 13230; Retrieved from: http://www.darwinproject.ac.uk/DCP-LETT-13230

www.eboibangla.xyz

সেই ছবিটি
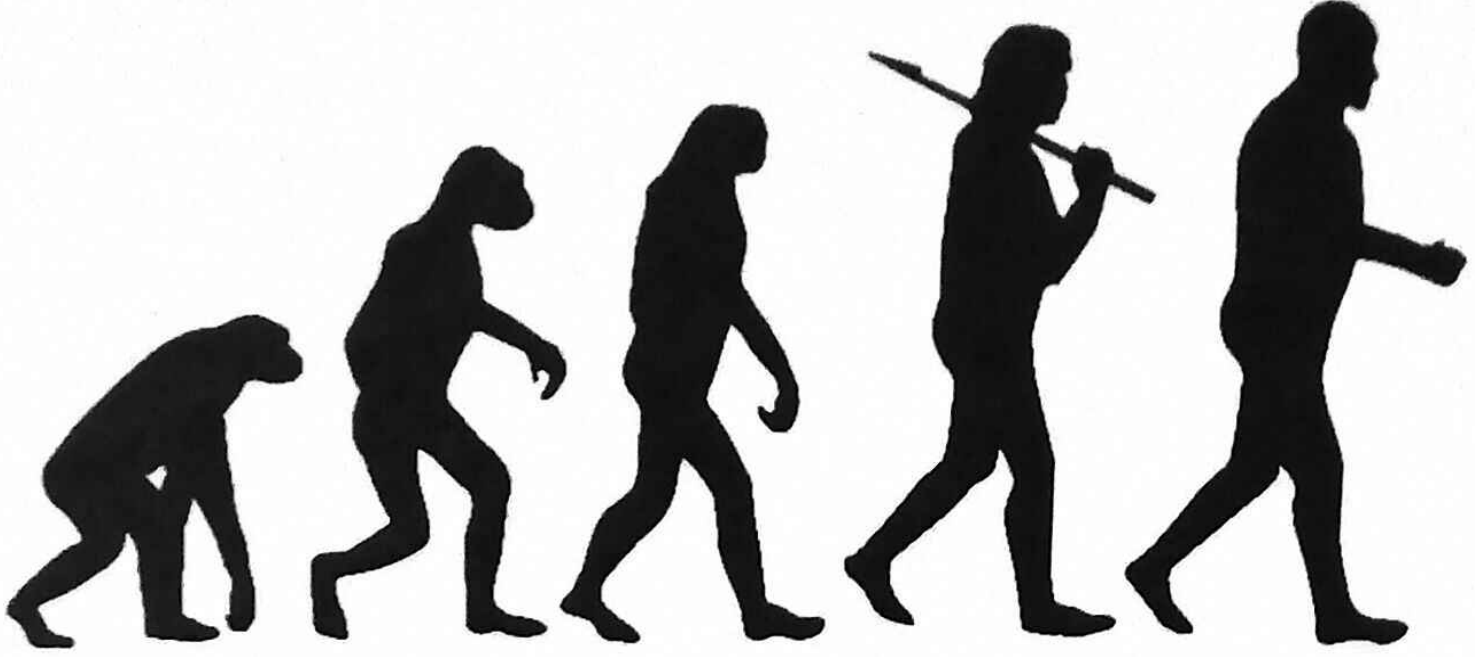
বিবর্তন শব্দটি শুনতেই কোন ছবি যদি আমাদের চোখে ভেসে উঠে তবে তা হল উপরের ছবিটি। কিন্তু মজার ব্যাপার হল এই ছবিটি সঠিক নয়। এটা আমি বলছি না বরং তা মূলধারার নাস্তিক, সেক্যুলার, বিবর্তনে বিশ্বাসী গবেষকদের মত।

বিখ্যাত Peer Reviewed জার্নাল *Nature* এর বায়োলজির সিনিয়র এডিটর (বিবর্তনবাদী ও নাস্তিক) ড. হেনরি গী (Dr. Henry Gee) তাঁর সাম্প্রতিক গ্রন্থ *'The Accidental Species: Misunderstandings of Human Evolution (2013)'* এ বলেছেন এই ছবি ডারউইনীয় বিবর্তনের ভুল প্রতিচ্ছবি বরং তাঁর মতে তা পুরনো যুগের *The Great Chain of Being* এর সাথে মিলে যায়। [১]

আরেক বিবর্তনবাদী ও নাস্তিক, ফ্লোরিডা স্টেট ইউনিভার্সিটির সুপরিচিত ফিলোসফার অফ সাইন্স প্রফেসর মাইকেল রুজ (Michael Ruse) তাঁর সাম্প্রতিক গ্রন্থ *'The Philosophy of Human Evolution (2012)'* গ্রন্থে মত দিয়েছেন এই ছবি ডারউইনিয় বিবর্তনের সঠিক প্রতিচ্ছবি নয়। [২]

---

১. Henry Gee, The Accidental Species: Misunderstandings of Human Evolution; chapter 1: An Unexpected Party (Epub Edition, University of Chicago Press, 2013)

২. Michael Ruse, The Philosophy of Human Evolution; Chapter: 4 (Progress), p. 99-127 (University of Chicago Press, Jan 12, 2012)

www.eboibangla.xyz

বহু বছর আগেই হার্ভার্ডের ইভোলিউশনারি জীববিজ্ঞানী (নাস্তিক) স্টিফেন যে গোওল্ড তাঁর গ্রন্থে এই ছবির অসারতা তুলে ধরে সমালোচনা করেছিলেন। [৩]
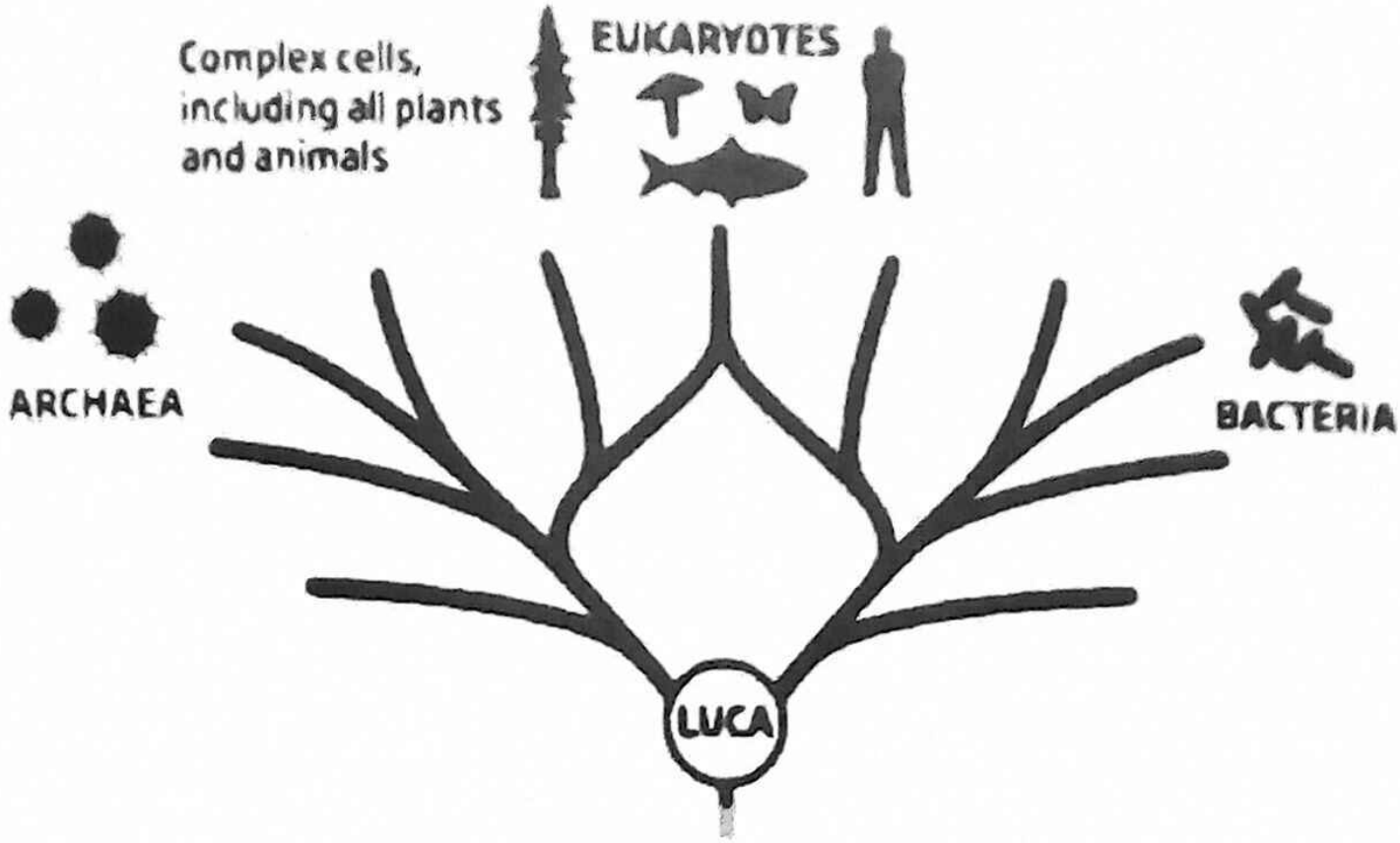
তাছাড়া *Peer Reviewed* গবেষণাপত্রে আধুনিক বিবর্তনবাদি জীববিদ্যার কেন্দ্রীয় স্তম্ভ বহুল পরিচিত 'ইউনিভার্সাল কমন এনসেস্ট্রি'র (*Univrsal Common Ancestry*) অনুকল্পকে মূলত অনুমান নির্ভর বলা হয়েছে যার স্বপক্ষে বৈজ্ঞানিক যাচাইয়ে মনোযোগ খুবই কম দেয়া হয়েছে। যা যাচাই করাও মূলত কঠিন একটা কাজ। [৪]

অপর *Peer Reviewed* জার্নাল *Science* অনুযায়ী আমাদের হাতে থাকা নগণ্য প্রমাণের উপর ভিত্তি করে এত এত বছর আগে মানবের বিবর্তনে আসলে কী হয়েছিল তার সমাধান মূলত অনুমান নির্ভর। [৫]

---

৩. Stephen Jay Gould, Wonderful Life: The Burgess Shale and the Nature of History; p. 30-36 (New York City: W.W. Norton & Company,1989)

৪. Sober E., Steel M., Testing the hypothesis of common ancestry, Journal of Theoretical Biology (2002 Oct 21); 218(4):395-408. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12384044

৫. The Politics of Paleoanthropology, Science 14 Aug 1981: Vol. 213, Issue 4509, pp. 737-740; Available at: http://science.sciencemag.org/content/213/ 4509/737

www.eboibangla.xyz

বিবর্তনবাদ: বিজ্ঞান না ধর্ম ?

চার্লস রবার্ট ডারউইন তাঁর প্রাকৃতিক নির্বাচন মতবাদ তথা বিবর্তনবাদ প্রদানের পর তা বৈজ্ঞানিক কারণে কম বরং দার্শনিক কারণে বেশি গৃহিত হয়েছিল বলেই প্রতীয়মান হয়। [১] বৈজ্ঞানিক মহলে বহুলভাবে 'বৈজ্ঞানিক সত্য' হিসেবে পরিচিত ডারউইনের বিবর্তনবাদ হল একমাত্র বৈজ্ঞানিক মতবাদ যা বিজ্ঞানের গণ্ডী পেরিয়ে পরিণত হয়েছে রাজনৈতিক ব্যবস্থায়,[২] নৈতিক দর্শনে, সর্বোপরি (সেক্যুলার) ধর্মে। প্রফেসর মাইকেল রুজ স্বীকার করেছেন,

> "বিবর্তনবাদকে এর চর্চাকারীরা শুধু বিজ্ঞান (নয় বরং) এর চেয়েও বেশি কিছু হিসেবে প্রচার করেছে। বিবর্তনবাদ ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছে একটি ভাবাদর্শ, একটি সেক্যুলার ধর্ম হিসেবে... আমি একজন অত্যন্ত গোঁড়া বিবর্তনবাদী ... কিন্তু (তা সত্ত্বেও) আমাকে স্বীকার করতেই হবে ... বিবর্তনবাদ একটি ধর্ম। এ কথা যেমন বিবর্তনবাদের সূচনাতে প্রযোজ্য ছিল, এমনকি এখনো প্রযোজ্য...।" [৩]

এমনকি বিশ্বখ্যাত *Peer Reviewed* বিজ্ঞান সাময়িকী *Science* এ প্রকাশিত এ বিষয়ক প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল, "বিবর্তনবাদ কি একটি সেক্যুলার ধর্ম?"[৪]

---

১. বিবর্তনবাদি ঐতিহাসিক Thomas F. Glick রচিত গ্রন্থ What about Darwin?: All Species of Opinion from Scientists, Sages, Friends, and Enemies Who Met, Read, and Discussed the Naturalist Who Changed the World (JHU Press 2010) বইটি পড়লেই তা স্পষ্ট হয়ে উঠে।

২. এ বিষয়ক গ্রন্থ - The Political Gene: How Darwin's Ideas Changed Politics (Dennis Sewell), The First Darwinian Left: Socialism and Darwinism 1859-1914 (David Stack) ইত্যাদি।

৩. Michael Ruse, Is Darwinism a Religion? Available at: https://m.huff-post.com/us/entry/904828; সম্প্রতি তিনি বই লিখেছেন Darwinism as religion নামে যা প্রকাশিত হয়েছে অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটি প্রেস থেকে। দেখুন: Michael Ruse, Darwinism as religion: what literature tells us about evolution; Available at: https://blog.oup.com/2016/10/darwinism-as-religion

৪. Michael Ruse, Is Evolution a Secular Religion? Science 07 Mar 2003: Vol. 299, Issue 5612, pp. 1523-1524. Available at: http://science. sciencemag. org/content/299/5612/1523.full

www.eboibangla.xyz

বিজ্ঞান ও নিশ্চয়তা

প্রথমেই আমাদের বুঝা দরকার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রাপ্ত জ্ঞান কি শতভাগ সত্য? বৈজ্ঞানিক সত্য কখনোই শতভাগ সত্যের নিশ্চয়তা দেয় না। ফিলোসফি অফ সাইন্স (বিজ্ঞান-দর্শন) সম্পর্কে যাদের ধারণা আছে তারা জানেন দু'টি কারণে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আসা কোন সিদ্ধান্ত শতভাগ সত্যের নিশ্চয়তা দেয় নাঃ

» *The Black Swan Problem (The Problem of Induction)*

» একই উপাত্তের ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন মতবাদের সম্ভাব্যতা

বিবর্তনের প্রাণপন সমর্থক বহুল পরিচিত *National Center for Science Education* এর ভাষায়,

> "... বৈজ্ঞানিক সত্য কখনোই চূড়ান্ত নয় এবং যা আজ সত্য হিসেবে বিবেচিত হয়তো বা কাল তা পরিবর্তিত অথবা এমনকি বাতিল ঘোষিত হতে পারে।" [১]

বিজ্ঞানের ইতিহাস এর অজস্র প্রমাণ বহন করে। টলেমির জিওসেন্ট্রিক মডেল থেকে কোপার্নিকান হেলিকোসেন্ট্রিক মডেল, নিউটনীয় বলবিদ্যা থেকে আইনস্টাইনীয় বলবিদ্যা, স্ট্যাটিক ইউনিভার্স মডেল থেকে বিগ ব্যাং থিওরি- বদলে যাওয়ার এমন উদাহরণের শেষ নেই। বিখ্যাত বিজ্ঞান-দার্শনিক টমাস কুন এর আলোচিত গ্রন্থ *The Structure of Scientific Revolutions* - এ এরূপ বদলে যাওয়াকে একটা গালভরা নাম দেওয়া হয়েছে - 'প্যারাডাইম শিফট'। [২]

ব্রিস্টল ইউনিভার্সিটির ফিলোসফি অফ সাইন্সের প্রফেসর সামির ওকাশা অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত *'ফিলোসফি অফ সাইন্স: এ ভেরি শর্ট ইন্ট্রোডাকশন'* গ্রন্থে বলেন,

---

১. "Truth in science, however, is never final and what is accepted as a fact today may be modified or even discarded tomorrow." - Available at: https://ncse.com/node/16774

২. এ সম্পর্কিত Peer Reviewed আর্টিকেল: Scientific Change, Available at: http://www.iep.utm.edu/s-change

www.eboibangla.xyz

"ইতিহাস ঘাঁটলে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলোর মাঝে অনেক তত্ত্ব খুঁজে পাওয়া যায় যেগুলো তৎকালীন সময়ে প্রায়োগিক দিক দিয়ে সফল ছিলো কিন্তু পরে ভুল প্রমাণিত হয়। ১৯৮০'র দশকে প্রকাশিত এক সুপরিচিত আর্টিকেলে আমেরিকার বিজ্ঞান-দার্শনিক লেরি লোডেন এমন তিরিশটিরো বেশি তত্ত্বের তালিকা পেশ করেন ... বৈজ্ঞানিক মত দ্রুত বদলায়। আপনার পছন্দমত বিজ্ঞানের যে কোন শাখাই বিবেচনা করুন না কেন, এবং আপনি নিশ্চিত হবেন যে (বর্তমানে) ঐ শাখার প্রভাবশালী তত্ত্বগুলো (Theory) ৫০ বছর আগের তত্ত্বগুলোর চেয়ে অনেক ভিন্ন হবে আর ১০০ বছরের আগের তত্ত্বগুলোর চেয়ে ব্যাপক ভিন্ন হবে।" [৩]

বাংলার নাস্তিককূলের একজন তাঁর বিবর্তনের সমর্থনে রচিত গ্রন্থে বিজ্ঞান সম্পর্কে যথার্থই বলেন,

"কোন অনুকল্পকে (hypothesis) বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের (theory) জায়গায় উঠে আসতে হলে তাকে কতগুলো সুনির্দিষ্ট স্তর পার হয়ে আসতে হয় - প্রথমে গভীর পর্যবেক্ষণ, যুক্তি, সমস্যার বিবরণ, সম্ভাব্য কারণ, ফলাফল ইত্যাদির উপর নির্ভর করে প্রকল্পটা প্রস্তাব করা হয়, তারপর তাকে প্রমাণ করার জন্য চলতে থাকে ক্রমাগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা। বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে পাওয়া ফলাফল এবং তথ্যের মাধ্যমে যদি প্রকল্পটাকে প্রমাণ করা না যায় তা হলে তাকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়। আর যদি দীর্ঘদিন ধরে বারবার করে বিভিন্ন রকমের পরীক্ষার মাধ্যমে তাকে প্রমাণ করা যায় এবং অন্য কোন বিজ্ঞানী এই প্রমাণের বিরুদ্ধে কোন তথ্য হাজির না করেন তবেই তাকে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের মর্যাদা দেওয়া হয়। এখানেই কিন্তু শেষ নয়, তার সাক্ষ্যপ্রমাণের দায় কখনোই শেষ হয় না, বিজ্ঞানে বিমূর্ত বা অনাদি সত্য বলে কোন কথা নেই। এই প্রক্রিয়ায় একটি প্রচলিত এবং প্রমাণিত তত্ত্বকেও যে কোন সময় আংশিক বা সম্পূর্ণ ভুল বলে প্রমাণ করা যেতে পারে। আজকে একটা তত্ত্বকে সঠিক বলে ধরে নিলে কালকেই তাকে ভুল প্রমাণ করা যাবে না এমন কোন কথা নেই। তাই আমরা দেখি, নিউটনের তত্ত্ব পদার্থবিদ্যার জগতে কয়েকশ বছর ধরে রাজত্ব করার পরও আইনস্টাইন এসে বিশেষ কোন কোন ক্ষেত্রে তার অসারতা প্রমাণ করে দিতে পারেন। বিজ্ঞানের ইতিহাসে এমন উদাহরণের শেষ নেই।" [৪]

৩. Samir Okasha, Philosophy of Science, A Very Short Introduction; p. 60, 71 (Oxford: Oxford University Press, 2nd edition 2016)

৪. বন্যা আহমেদ, বিবর্তনের পথ ধরে; পৃ. ২৭-২৮ (ঢাকা, অবসর প্রকাশন, ফেব্রুয়ারি ২০০৮)

www.eboibangla.xyz

Nature এর বায়োলজির সিনিয়র এডিটর ড. হেনরি গী বলেন,

"... সকল বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত তাদের প্রকৃতি অনুসারেই প্রোভিশনাল (অর্থাৎ যে কোনো মুহূর্তেই বদলাতে পারে) - এর চেয়ে বেশি কিছু নয়। ... বিজ্ঞানের গণ্ডীতে জ্ঞানের চেয়ে সন্দেহের পরিমাণ বেশি ... (আসলে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে) প্রাপ্ত ফল সর্বদাই সম্ভাবনামূলক ... পরিসংখ্যান আর (এর উপর নির্ভরশীল) বিজ্ঞান তাই কেবল সম্ভাবনার উপর দাঁড়িয়ে কথা বলে - সত্য নির্ধারণ করতে পারে না। ..." [৫]

বিবর্তনবাদ কি এর ব্যতিক্রম? কি মনে হয়? বিবর্তনবাদকে যেভাবে প্রচার করা হয় তাতে মনে হয় ব্যতিক্রম হতেও পারে, নাকি? একটা সারপ্রাইজ হলে কেমন হয়?

চলুন নব্য-নাস্তিকদের গুরু রিচার্ড ডকিন্স এর মুখেই শোনা যাক:

"ডারউইন হয়তো বিংশ শতকের শেষে সফল হয়েছিলেন। তবে আমাদের অবশ্যই এই সম্ভাবনা স্বীকার করতে হবে যে, (ভবিষ্যতে) নতুন কোন তথ্য প্রকাশিত হতে পারে যা একবিংশ শতকে আমাদের উত্তরসূরিদের বাধ্য করবে ডারউইনিয় তত্ত্ব পরিত্যাগ করতে অথবা এমনভাবে বদলে দিতে যা আর (ডারউইনের মতবাদ বলে) চেনাই যাবে না।" [৬]

নাস্তিক বিজ্ঞান-দার্শনিক ডেভিড স্টোভ-এর মতে:

"বিবর্তনসংক্রান্ত ডারউইনের ব্যাখ্যা সত্য নয়, যদিও এখন পর্যন্ত এটি প্রচলিত ব্যাখ্যাগুলোর মাঝে সর্বোত্তম।" [৭]

কী ভাবছেন? অপবিজ্ঞান প্রচারকারীদের বইয়ে এই কথা পান নি, তাই তো? চলুন আগানো যাক।

---

৫. Henry Gee, Science: the religion that must not be questioned . The Gurdian, 19 Sep 2013. Available at: https://www.theguardian.com/science/occams-corner/2013/sep/19/science-religion-not-be-questioned

৬. Richard Dawkins, A Devil's Chaplain: Reflections on Hope, Lies, Science, and Love; p. 81 (Houghton Mifflin Harcourt, 2004); যদিও জনসম্মুখে তিনি ঠিক উলটো কথাই বলেন! ডাবল স্ট্যান্ডার্ড!

৭. David Stove, Darwinian Fairytales: Selfish Genes, Errors of Heredity and Other Fables of Evolution; p. 46 (Encounter Books, Feb 1, 2006)

www.eboibangla.xyz

বিবর্তন না স্রষ্টা?

অনেকে ভুল ধারণা বশত বিবর্তন তত্ত্বকে স্রষ্টার অস্তিত্বের বিপরীতে দাঁড় করান। তাঁদের ধারণা যে ভুল তা আমি বলছি না, নাস্তিক প্রফেসর লরেন্স এম. ক্রাউস বলেন:

> "বৈজ্ঞানিক মতবাদ হিসেবে বিবর্তনবাদ স্রষ্টার অস্তিত্ব বা অনস্তিত্বের বিষয়ে কিছুই বলে না। এমনকি প্রাণ কীভাবে উৎপত্তি হল সে বিষয়েও কিছু বলে না বরং কীভাবে পৃথিবীর এত বৈচিত্রময় প্রজাতির আবির্ভাব হল তা নিয়ে আলোচনা করে..." [১]

বাংলার মুক্তমনা পরিবারের একজনও এ বিষয়টি স্বীকার করে বিবর্তনের স্বপক্ষে লেখা তাঁর গ্রন্থে বলেন,

> "অনেকে মনে করেন, বিবর্তন তত্ত্ব বোধ হয় প্রাণের উৎস নিয়েও কাজ করে। ... উৎস নিয়ে আসলে বিবর্তন তত্ত্বের কোন মাথা ব্যাথা নেই। এটি কাজ করে মূলতঃ প্রাণের উৎপত্তির পর থেকে কীভাবে তার বিকাশ ঘটেছে তা নিয়ে।" [২]

এমনকি নব্য-নাস্তিকদের যাজক প্রফেসর রিচার্ড ডকিন্সও এক সাক্ষাৎকারে নিজের মুখেই স্বীকার করেছে, বিবর্তনবাদে বিশ্বাস করলে তাকে নাস্তিক হতে হবে এই চিন্তা ভুল। [৩] স্বয়ং ডারউইনও তাই মনে করতেন। [৪]

তাছাড়া ডারউইন নিজেও নাস্তিক ছিলেন না। [৪] শেষ জীবনে দর্শনগত কারণে অনেকটা সংশয়বাদী হয়ে যান, নিজের তত্ত্বের কারণে নয়। তিনি কখনোই স্রষ্টার অস্তিত্বকে অস্বীকার করেন নি। [৫]

---

১. Science in the Dock, Discussion with Noam Chomsky, Lawrence Krauss & Sean M. Carroll, Science & Technology News, March 1, 2006; Retrieved from: https://chomsky.info/20060301

২. বন্যা আহমেদ, বিবর্তনের পথ ধরে; পৃ. ১১

৩. Lawrence Krauss discussion with Richard Dawkins about Education, Universe, and Evolution; Available at: https://youtu.be/WObFAvOw830

৪. এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে বারমিংহ্যাম ইউনিভার্সিটিতে অনুষ্ঠিত একাডেমিক ডিসকাশন দেখুনঃ Does Evolution Undermine God? link: https://youtu.be/pWBeH2I7Yq8

৫. https://www.darwinproject.ac.uk/letter/DCP-LETT-12041.xml

www.eboibangla.xyz

বিবর্তনের একাল - সেকাল

ডারউইন তাঁর সুপরিচিত গ্রন্থ *The Origin of Species* এর ভূমিকাতে উল্লেখ করেছিলেন যে, তিনি যে উপাত্তের উপর ভিত্তি করে মতবাদ দিয়েছেন সেই একই উপাত্তের উপর ভিত্তি করে সম্পূর্ণ বিপরীত মতবাদ দেয়া সম্ভব।[১] তাই দেখা যায় সমসাময়িক আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেস বিশ্বাস করতেন *Theory of Intelligent Evolution* এ, ডারউইনের মত বস্তুবাদী ব্যাখ্যায় নয়।[২]

পরবর্তীতে জীবজগত সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের সীমা বৃদ্ধি পাওয়ায় ক্লাসিকাল ডারউইনিয় তত্ত্বের নানা দুর্বলতা প্রকাশ পেতে থাকে *(The Eclips of Darwinism)*। যদিও শুরুতেই ডারউইন তাঁর গ্রন্থে একটা অধ্যায়ই লিখেছিলেন তাঁর মতবাদের ত্রুটি সম্পর্কে।[৩]

সে যাই হোক- জিন, ক্রোমোসোম ও মিউটেশন (পরিব্যক্তি) সম্পর্কে নব আবিষ্কার নব্য-ডারউইনবাদ *(Neo-Darwinism)*, আধুনিক সংশ্লেষ তত্ত্ব *(Modern Synthesis)* এর উত্থান ঘটাতে বাধ্য করে। কিন্তু সময় যতই গড়াতে থাকে নতুন প্রাপ্ত তথ্যের[৪] আলোকে এ তত্ত্বগুলোও নড়বড়ে হতে থাকে। সুপরিচিত *Tree of Life* এর ধারণা সেক্যুলার বৈজ্ঞানিক মহলে বিতর্কিত হওয়া শুরু হয়।[৫] সাম্প্রতিক বছরগুলোতে নাস্তিক ও সেক্যুলার গবেষকরা প্রচলিত বিবর্তনবাদের নানা দিক প্রশ্নবিদ্ধ করে একের পর এক

---

১. " ... I am well aware that scarcely a single point is discussed in this volume on which facts cannot be adduced, often apparently leading to conclusions directly opposite to those at which I have arrived..." দেখুন: Charles Darwin, The Origin of Species, P. 22 (P F COLLIER & SON, NEW YORK, 1909)

২. Alfred Russel Wallace, Sir Charles Lyell on geological climates and the origin of species, Quarterly Review 126 (April 1869): 359–394, 391 and 394; আরও দেখুন: http://www.alfredwallace.org/intelligent-evolution.php

৩. Charles Darwin, The Origin of Species, Chapter 6: Difficulties of the theory

৪. যেমন symbiogenesis, horizontal DNA transfer, action of mobile DNA, epigenetic modifications প্রভৃতি।

৫. The New Scientist Magazine, Why Darwin was wrong about the tree of life; Available at: https://www.newscientist.com/article/mg20126921-600-why-darwin-was-wrong-about-the-tree-of-life

www.eboibangla.xyz

গ্রন্থ রচনা করেছেন।[৬]

তাছাড়া সাম্প্রতিক সময়ে বিবর্তনের আধুনিক সংশ্লেষ তত্ত্বের কেন্দ্রীয় অনুমানগুলো বৈজ্ঞানিক গবেষণার আলোকে ভুল প্রমাণ করেছেন খ্যাতনামা অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের (নাস্তিক) অধ্যাপক ডেনিস নোবেল।[৭] ২০১৬ সালে ব্রিটেনের ঐতিহ্যবাহী *দি রয়েল সোসাইটি* কর্তৃক আয়োজিত সম্মেলনে বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিবর্তনবাদি সেক্যুলার বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের মিলনমেলায় বেশ কয়েকজন এক নতুন ধারার তত্ত্ব তুলে ধরেছেন[৮], যার নাম তাঁরা দিয়েছেন বিবর্তনের সম্প্রসারিত সংশ্লেষ তত্ত্ব *(Extended Evolutinary Synthesis)*।[৯]

বর্তমানে বিভিন্ন প্রথম সারির বিবর্তনবাদি জীববিজ্ঞানী প্রস্তাব করেছেন *The Third Way* অর্থাৎ স্রষ্টা নয়, নব্য-ডারউইনবাদও[১০] নয় বরং প্রাণের বৈচিত্রের ব্যাখ্যায় অন্য কোন বস্তুবাদী মতবাদ।[১১] বিভিন্ন নাস্তিক ও মূলধারার বিবর্তনবাদি জীববিজ্ঞানী কর্তৃক ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি বিকল্প *Peer Reviewed* থিওরি প্রস্তাবিত হয়েছে।[১২]

---

৬. যেমন: What Darwin Got Wrong, (Jerry Fodor, Massimo Piattelli-Palmarini), Evolution: A View from 21st Century (James Alan Shapiro), Darwinian Fairy Tales (David Stove), Shattering the Myths of Darwinism (Richard Milton), তালিকা আরও লম্বা।

৭. এ বিষয়ে Peer Reviewed গবেষণাপত্র দেখুন: Denis Nobel (2013), Physiology is rocking the foundations of evolutionary biology; Journal of Experimental Physiology, Vol. 98, Issue 8, p. 1235. Available at: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1113/expphysiol.2012.071134/full প্রফেসর ডেনিস নোবেল এর লেকচার দেখুন: https://youtu.be/QMVfafAYTMg

৮. Carl Zimmer, The Biologists Who Want to Overhaul Evolution; Available at: https://www.theatlantic.com/science/archive/2016/11/the-biologists-who-want-to-overhaul-evolution/508712

৯. Gerd B. Müller (2017), Why an extended evolutionary synthesis is necessary; Interface Focus. 2017 Oct 6; 7(5): 20170015. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5566817

১০. আধুনিক সংশ্লেষ সত্ত্বকে সাধারণভাবে নব্য-ডারউইনবাদও বলা হয়, যদিও তা ঠিক নয়

১১. http://www.thethirdwayofevolution.com

১২. Evolution by Natural Genetic Engineering (James Shapiro), Neo Lamarckian Evolution (Eva Jablonka), Mutation Driven Evolution (Masatoshi Nei), Symbiotic Evolution (Lynn Margulis), Evolution by Self Organisation (Stuart Kauffman)

www.eboibangla.xyz

তারপরও তো বিবর্তনই!

বস্তুবাদি কেউ হয়তো বলতে পারে, ডারউইন ভুল ছিল তাতে কী? অন্য মতবাদ তো দেওয়া হয়েছে। প্রাণের উৎপত্তি বা বৈচিত্র্য ব্যাখ্যায় স্রষ্টাকে টেনে আনার কোন দরকার নেই। তাদের জন্য উত্তর হল, বিজ্ঞানীরা স্রষ্টাকে সমীকরণের বাইরে রেখে জগতকে দেখে থাকেন, যাকে বলা হয় পদ্ধতিগত বস্তুবাদ (*Methodological Naturalism*)। তাই তাঁরা কখনোই তাঁদের এই দৃষ্টিভঙ্গির বাইরে যাবেন না। নাস্তিক জীনতত্ত্ববীদ রিচার্ড লেউনটিনের বক্তব্য আমরা আগেই দেখেছি। ফ্রান্সিস ক্রিক বলেছিলেন,

> "জীববিজ্ঞানীদের অবশ্যাই সবসময় এটা মনে রাখতে হবে যে তারা (জীবজগতে) যা দেখছে তা পরিকল্পিতভাবে সৃষ্ট নয় বরং বিবর্তনের ফল। তাই এটা ভাবা যেতে পারে যে, বিবর্তনবাদি যুক্তি জীববিজ্ঞানের গবেষণায় একটি বড় ভূমিকা রাখবে, কিন্তু প্রকৃত ঘটনা থেকে এটা থেকে বহু দূরে। বর্তমানে কী ঘটছে এর পর্যাপ্ত গবেষণা করা (যেমন) কঠিন। বিবর্তনে আসলে ঠিক কী ঘটেছিল তার সমাধান পাওয়া আরও কঠিন।" [১]

আপনার হাতের এই বইটিতে তথ্যের পরিমাণ যত নগণ্যই হোক না কেন, বইটি পড়ে সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন যে কেউ সিদ্ধান্ত নিবে- এই বইটি কেউ না কেউ লিখেছে। কোন বুদ্ধিমত্তাসপন্ন সত্ত্বা এর পিছে কলকাঠি নাড়ছে।

ডিএনএ-তে বিদ্যমান তথ্য এর চেয়েও অনেকগুণ বেশি জটিল, অনেক অনেক বেশি সুবিন্যস্ত! নব্য নাস্তিককূলের গুরু ডিএনএ'র তথ্যসম্ভার বুঝাতে উদাহরণ দিয়েছেন, কোষের প্রতিটি নিউক্লিয়াসে বিদ্যমান তথ্যের পরিমাণ 'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা'র ৩০ খণ্ডে (প্রায় ৩০,০০০ পৃষ্ঠায়) বিদ্যমান তথ্যের চেয়েও তিন থেকে চার গুণ বেশি![২] সাম্প্রতিক Peer Reviewed গবেষণাপত্র অনুযায়ী মানবদেহে মোট কোষের সংখ্যা প্রায় ৩৭ লক্ষ কোটি! [৩]

---

১. Francis Crick, What Mad Pursuit: A Personal View of Scientific Discovery; Chapter 13: p. 138-139 (New York, Basic Books, Inc., 1988)

২. Richard Dawkins, The Blind Watchmaker: Why the Evidence of Evolution Reveals a Universe Without Design; p. 17-18, 116 (Norton, 1996)

৩. Bianconi E, et al., An estimation of the number of cells in the human body; Journal- Annals of Human Biology, vol. 40 (2013), Issue 6, p. 463-471; Available at: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/03014460.2013.807878

www.eboibangla.xyz

সামগ্রিক তথ্যসম্ভার কল্পনারও বাইরে! এই তথ্য কোথা থেকে এল? আস্তিক বিজ্ঞানের গণ্ডী পেরিয়ে বলবে এটা স্রষ্টার কাজ। আর নাস্তিক বিজ্ঞানের গণ্ডী পেরিয়ে বলবে এটা "এলিয়েন" এর কাজ!!

কি অবাক হচ্ছেন? কোষ ও এর ভেতরে থাকা তথ্য এতটাই জটিল যে ডিএনএ আবিষ্কারক ফ্রান্সিস ক্রিক মনে করতেন প্রথম প্রাণ কোন এলিয়েন এসে রেখে গেছে (*Direct Panspermia*), এটি হঠাৎ করে উদ্ভব হওয়া সম্ভব না।[৪] হাল আমলের কুখ্যাত নাস্তিক রিচার্ড ডকিন্সের মুখ থেকেও এমন বিশ্বাসের প্রতিধ্বনি শোনা যায়।[৫] কারণ এটা কমন সেন্সের ব্যাপার, এই বিশাল তথ্যের বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন রচয়িতা অবশ্যই থাকতে হবে।

জীববিজ্ঞানী স্কট টড *Nature* এ প্রকাশিত এক চিঠিতে বলেছিলেন,

> "এমনকি যদি সকল উপাত্ত কোন বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন স্রষ্টার দিকে ইঙ্গিত করে, এমন অনুকল্প বিজ্ঞান থেকে বাদ দেওয়া হয় কারণ এই ব্যাখ্যা বস্তুবাদি নয় ..."[৬]

এই ধারণা নিয়েই বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীদের যাত্রা। কিন্তু আজকের বিজ্ঞানের শুরুটা এমন ছিল না। সর্বপ্রথম প্রকৃত বিজ্ঞানী ছিলেন একজন মুসলিম, তাঁর নাম হাসান ইবন আল-হাইসাম। নাস্তিক গবেষক জিম আল-খলিলি *বিবিসি*-তে এ বিষয়ে প্রতিবেদন লিখেছেন *The 'First True Scientist'* শিরোনামে।[৭] হাসান ইবন আল-হাইসামকে কোন কোন গবেষক সে সময়ের আইনস্টাইন হিসেবেও অভিহিত করেছেন।[৮]

---

৪. The Origin of Directed Panspermia, Available at: https://blogs.scientificamerican.com/guest-blog/the-origins-of-directed-panspermia

৫. প্রামাণ্য চলচ্চিত্র Expelled: No Intelligence Allowed এর শেষ দিকে ডকিন্স তা নিজের মুখে বলেছেন। দেখুন: http://m.imdb.com/title/tt1091617/quotes

৬. Scott C. Todd, A view from Kansas on that evolution debate; Nature, vol. 401, p. 423 (30 September 1999); Available at: https:// www.nature.com/nature/journal/v401/n6752/full/401423b0.html#a1

৭. Professor Jim Al-Khalili, The 'First True Scientist'. BBC, 4 January 2009. Availabe at: http://news.bbc.co.uk/2/hi/7810846.stm

৮. Michael Hamilton Morgan, Lost History - The Enduring Legacy of Muslim Scientists, Thinkers and Artists; p. 106 (Washington, D.C., National Geographic, June 2008)

www.eboibangla.xyz

আর আজ আমরা স্রষ্টাকে খুঁজে নেওয়ার জন্য প্রদত্ত যৌক্তিক চিন্তার ক্ষমতাকে ব্যবহার করছি তাকেই ভুলে থাকার জন্য। তাই চোখের সামনে থাকা অসংখ্য নিদর্শন আজ কারও কাছে ইল্যুশন তথা বিভ্রম মনে হয় [৯], কারও কাছে মনে হয় আমরা ব্যাকটেরিয়ার চেয়ে বেশি জটিল নই [১০], কারও মতে আমরা কেবলই পশু জগতের এক অংশ, আমাদের মাঝে বিশেষত্ব কিছু নেই। [১১]

> "তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা আল্লাহ তা'আলাকে ভুলে গেছে। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে আত্মবিস্মৃত করে দিয়েছেন। তারাই (তো) বিদ্রোহী।" [১২]

৯. Richard Dawkins, The Blind Watchmaker: Why the Evidence of Evolution Reveals a Universe Without Design; p. 21

১০. Henry Gee, The Accidental Species: Misunderstandings of Human Evolution

১১. Michael Ruse, The Philosophy of Human Evolution; Chapter: 4 (Progress), p. 100

১২. ভাবার্থ, আল-কুরআন, সূরা হাশর ৫৯:১৯

www.eboibangla.xyz

পরিশিষ্ট ২
তাহারা বলেন

আমরা কি ম্যাট্রিক্সে আছি?

১. "You're not going to get proof that we're not in a simulation, because any evidence that we get could be simulated..." - David John Chalmers

২. "Is it logically possible that we are in a simulation? Yes. Are we probably in a simulation? I would say no,"- Max Tegmark

ফিতরাহ: স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাস কি সহজাত?

৫. "The possibility that some religious beliefs are universal (e.g., basic belief in a non-anthropomorphic God as creator of the natural world) seems to have a stronger empirical foundation than could be inferred from religious texts." – Olivera Patrovich

মৌলিক বিশ্বাস সমাচার

১. "The preponderance of scientific evidence for the past 10 years or so has shown that a lot more seems to be built into the natural development of children's minds than we once thought, including a predisposition to see the natural world as designed and purposeful and that some kind of intelligent being is behind that purpose... If we threw a handful on an island and they raised themselves I think they would believe in God." - Dr. Justine L. Barrett

বিজ্ঞান না স্রষ্টা?

৩. "Let me start by saying that I am going to discuss the universe only from the perspective of a scientist, from an intellectual perspective. I am not going to be talking about whether there is spiritual God or a personal God or a purpose to the universe – these are questions that scientists can't address..."– Alexei Filippenko

অবাক মহাবিশ্ব

১. "The overwhelming impression is of order. The more we discover about the universe, the more we find that it is governed by rational laws. If one liked, one could say that this order was the work of God. Einstein thought so."- Stephen Hawking

৩. "Now you may think I have written God entirely out of the picture. Who needs a God when the laws of physics can do such a splendid job? But we are bound to return to that burning question: Where do the laws of physics come from? And why those laws rather than some other set? Most especially: Why a set of laws that drives the searing, featureless gases coughed out of the big bang toward life and consciousness and intelligence and cultural activities such as religion, art, mathematics, and science?" - Paul Davies

৪. "It is concluded that belief in currently accepted scenarios of spontaneous biogenesis is based on faith, contrary to conventional wisdom." - Hubert P.Yockey

শূন্য থেকে মহাবিশ্ব?

২. "A number of cosmologists have speculated that the universe emerged from "nothing." ... The "nothing" is in certain instances a chaotic space-time foam with fantastically high energy density." – Antony Flew, There is a GOD

৩. "Ultimately, though, he has to perform a little sleight of hand. Space and time can indeed come from nothing; nothing, as Krauss explains beautifully, being an extremely unstable state from which the production of "something" is pretty much

www.eboibangla.xyz

inevitable." – Michael Brooks, New Scientist Magazine

৪. "Because there is a law such as gravity, the universe can and will create itself from nothing." – Stephen Hawkins, The Grand Design

৫. "That's a great question – what is the origin of the laws of physics? I don't know. That's a question science can't answer." - Alexei Filippenko

'চেতনা' এক রহস্য

১. "Wherever we go exploring in the world around us, we find mysteries. Our planet is covered by continents and oceans whose origin we cannot explain ... The visible matter in the universe is outweighed by a much larger quantity of dark invisible matter that we do not understand at all. The origin of life is a total mystery, and so is the existence of human consciousness. We have no clear idea how the electrical discharges occurring in nerve cells in our brains are connected with our feelings and desires and actions." - Freeman Dyson, How We Know

২. "I think the earliest desire that drove me to study consciousness was that I wanted, secretly, to show myself that it couldn't be explained scientifically..." – Christof Koch

'চেতনা' ব্যাখ্যায় বস্তুবাদের ব্যর্থতা

১. "... the emergence of consciousness, then is a mystery, and one to which materialism signally fails to provide an answer..." – Geoffrey Madell, The Blackwell Companion to Natural Theology.

প্রাকৃতিক নির্বাচন ও সত্যান্বেষণ

১. "Natural selection requires no understanding of quarks and black holes for our survival and multiplication." - John D Barrow

২. "Our highly developed brains, after all, were not evolved under the pressure of discovering scientific truths but only to enable us to be clever enough to survive and leave descendants." - Francis Crick, The Astonishing Hypothesis

৩. "For instance, it is just as true to say that our logical, mathematical, and physical intuitions have not been designed by natural selection to track the Truth." – Sam Harris, The Moral Landscape

বিজ্ঞান ও বস্তুবাদ

৩. "Our willingness to accept scientific claims that are against common sense is the key to an understanding of the real struggle between science and the supernatural. We take the side of science in spite of the patent absurdity of some of its constructs, in spite of its failure to fulfill many of its extravagant promises of health and life, in spite of the tolerance of the scientific community for unsubstantiated just-so stories, because we have a prior commitment, a commitment to materialism. It is not that the methods and institutions of science somehow compel us to accept a material explanation of the phenomenal world, but, on the contrary, that we are forced by our a priori adherence to material causes to create an apparatus of investigation and a set of concepts that produce material explanations, no matter how counter-intuitive, no matter how mystifying to the uninitiated. Moreover, that materialism is absolute, for we cannot allow a Divine Foot in the door." – Richard C. Lewontin

৪. "When it comes to the origin of life there are only two possibilities: creation or spontaneous generation. There is no third way. Spontaneous generation was disproved one hundred years ago, but that leads us to only one other conclusion, that of supernatural creation. We cannot accept that on philosophical grounds; therefore,

www.eboibangla.xyz

we choose to believe the impossible: that life arose spontaneously by chance!" - George Wald, The Origin of Life

বিবর্তন কথন

১. "But then with me the horrid doubt always arises whether the convictions of man's mind, which has been developed from the mind of the lower animals, are of any value or at all trustworthy. Would any one trust in the convictions of a monkey's mind, if there are any convictions in such a mind?" - Charles Darwin, A Letter To William Graham

সেই ছবিটি

২. "A related problem of course is that even if you do find some measure of complexity, and even if it is one that puts humans at the top, it is not clear that this means that the complexity is better or more desirable, certainly not from a Darwinian perspectives... There is no clear cut answer to the question about the relationship between Darwinian evolutionary theory and hopes of progress, especially progress up to human beings." - Michael Ruse, The Philosophy of Human Evolution

৩. "The march of progress is the canonical representation of evolution – the one picture immediately grasped and viscerally understood by all.... The straitjacket of linear advance goes beyond iconography to the definition of evolution: the word itself becomes a synonym for progress.... [But] life is a copiously branching bush, continually pruned by the grim reaper of extinction, not a ladder of predictable progress." - Stephen Jay Gould, Wonderful Life

৪. "The very nature of paleoanthropology encourages divisiveness. The primary scientific evidence is a pitifully small array of bones from which to construct man's evolutionary history. One anthropologist has compared the task to that of reconstructing the plot of War and Peace with 13 randomly selected pages. Conflicts tend to last longer because it is so difficult to find conclusive evidence to send a theory packing." - The Politics of Paleoanthropology

বিবর্তনবাদঃ বিজ্ঞান না ধর্ম?

৩. "Evolution is promoted by its practitioners as more than mere science. Evolution is promulgated as an ideology, a secular religion ... with meaning and morality. I am an ardent evolutionist ... but I must admit that in this one complaint — and Mr. Gish [Duane T. Gish the Creation Scientist] is but one of many to make it — the literalists are absolutely right. Evolution is a religion. This was true of evolution in the beginning, and it is true of evolution still today." - Michael Ruse, Is Darwinism a Religion?

বিজ্ঞান ও নিশ্চয়তা

৬. "Scientific ideas change fast. Pick virtually any scientific discipline you like, and you can be sure that the prevalent theories in that discipline will be very different from those 50 years ago, and extremely different from 100 years ago." - Samir Okasha, Philosophy of Science, A Very Short Introduction

৫. "Darwin may be triumphant at the end of the twentieth century, but we must acknowledge the possibility that new facts may come to light which will force our successors of the twenty-first century to abandon Darwinism or modify it beyond recognition." - Richard Dawkins, A Devil's Chaplain

বিবর্তন না স্রষ্টা?

www.eboibangla.xyz

১. "Evolution, as a scientific theory, says nothing about the existence or non-existence of God. It doesn't yet address the origin of life either, but instead deals with the mechanics of how the present diversity of species on earth evolved." - Prof. Lawrence M. Krauss, Science in the Dock

বিবর্তনের একাল-সেকাল

৭. "In this article, I will show that all the central assumptions of the Modern Synthesis (often also called Neo-Darwinism) have been disproved. Moreover, they have been disproved in ways that raise the tantalizing prospect of a totally new synthesis; one that would allow a reintegration of physiological science with evolutionary biology." – Denis Nobel, Physiology is rocking the foundations of evolutionary biology

তারপরও তো বিবর্তনই!

১. "Biologists must constantly keep in mind that what they see was not designed, but rather evolved. It might be thought, therefore, that evolutionary arguments would play a large part in guiding biological research, but this is far from the case. It is difficult enough to study what is happening now. To figure out exactly what happened in evolution is even more difficult. Thus evolutionary achievements can be used as hints to suggest possible lines of research, but it is highly dangerous to trust them too much. It is all too easy to make mistaken inferences unless the process involved is already very well understood." - Francis Crick, What Mad Pursuit

৫. "... it could come about in the following way: it could be that uh, at some earlier time somewhere in the universe a civilization evolved... by probably by some kind of Darwinian means to a very very high level of technology and designed a form of life that they seeded onto... perhaps this... this planet ... details of our chemistry molecular biology you might find a signature of some sort of designer... that designer could well be a higher intelligence from elsewhere in the universe. But that higher intelligence would itself would have to come about by some explicable or ultimately explicable process. It couldn't have just jumped into existence spontaneously." - Richard Dawkins, Expelled: No Intelligence Allowed

৬. "Even if all the data point to an intelligent designer, such an hypothesis is excluded from science because it is not naturalistic.." – Scott C. Todd

www.eboibangla.xyz

গ্রন্থপঞ্জী

১. আল-কুর্‌আন

২. মুহাম্মদ ইবন্ ইসমাঈল বুখারী, আস-সহীহ; খণ্ড ০২ (ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৫ম সংস্করণ এপ্রিল ২০০৪)

৩. ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, কুর্‌আন-সুন্নাহ্‌র আলোকে ইসলামি আকীদা (আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ডিসেম্বর ২০০৭)

৪. ড. লরেন্স বি. ব্রাউন, স্রষ্টার সর্বশেষ প্রত্যাদেশ আল কুর্‌আন (বঙ্গানুবাদ, ঢাকা, তাওহীদ পাবলিকেশন্স, নভেম্বর ২০১১)

৫. Antony Flew, There is a God: How the World's Most Notorious Atheist Changed His Mind (London, HarperCollins e-books, September 2007)

৬ বন্যা আহমেদ, বিবর্তনের পথ ধরে (ঢাকা, অবসর প্রকাশন, ফেব্রুয়ারি ২০০৮)

৭. Charles Darwin, The Origin of Species (P F COLLIER & SON, NEW YORK, 1909)

৮. David Stove, Darwinian Fairytales: Selfish Genes, Errors of Heredity and Other Fables of Evolution (Encounter Books, Feb 1, 2006)

৯. ড. জাফর ইকবাল, কোয়ান্টাম মেকানিক্স (ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, ২য় মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ২০০৯)

১০. ড. জাফর ইকবাল, একটুখানি বিজ্ঞান (কাকলী প্রকাশন ২০০৬)

১১. Francis Crick, The Astonishing Hypothesis: The Scientific Search for the Soul (New York: Scribners, 1994)

১২. Francis Crick, What Mad Pursuit: A Personal View of Scientific Discovery (New York, Basic Books, Inc., 1988)

১৩. Hamza Andreas Tzortzis, The Divine Reality: God, Islam & The Mirage of Athesim (FB Publishing, 2016)

১৪. Henry Gee, The Accidental Species: Misunderstandings of Human Evolution (University of Chicago Press, Oct 15, 2013)

১৫. Justin L. Barrett, Born Believers: The Science of Children's Religious Belief (Simon and Schuster, Mar 20, 2012)

১৬. Michael Hamilton Morgan, Lost History - The Enduring Legacy of Muslim Scientists, Thinkers and Artists (Washington, D.C, National Geographic, June 2008)

www.eboibangla.xyz

১৭. Michael Ruse, The Philosophy of Human Evolution (University of Chicago Press, Jan 12, 2012)

১৮. P. J. Zwart, About time: a philosophical inquiry into the origin and nature of time (Illustrated Edition, North-Holland Pub. Co., 1976)

১৯. Patrick McNamara Ph.D., Wesley J. Wildman (etd.), Science and the World's Religions; vol. 02 (Persons and Groups) (Publisher ABC-CLIO , July 19, 2012)

২০. রায়হান আবীর ও অভিজিৎ রায়, অবিশ্বাসের দর্শন (ঢাকা, শুদ্ধস্বর প্রকাশন, ২য় সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০১২)

২১. Richard Dawkins, A Devil's Chaplain: Reflections on Hope, Lies, Science, and Love (Houghton Mifflin Harcourt, 2004)

২২. Richard Dawkins, The Blind Watchmaker: Why the Evidence of Evolution Reveals a Universe Without Design (Norton, 1996)

২৩. Richard Dawkins, The God Delusion (Houghton Mifflin Harcourt, Jan 16, 2008)

২৪. Sam Harris, The Moral Landscape (Simon and Schuster, Sep 13, 2011)

২৫. Samir Okasha, Philosophy of Science, A Very Short Introduction (Oxford: Oxford University Press, 2nd edition 2016)

২৬. Saiyad Fareed Ahmad & Saiyad Salahuddin Ahmad, God, Islam & The Skeptic Mind: A Study on Faith, Science, Religious Diversity, Ethics and Evil (November 8, 2014)

২৭. Thomas F. Glick, What about Darwin?: All Species of Opinion from Scientists, Sages, Friends, and Enemies Who Met, Read, and Discussed the Naturalist Who Changed the World (JHU Press 2010)

২৮. Tom Wolfe, The Kingdom of Speech (Little, Brown, 2016)

২৯. W. L. Craig & J. P. Moreland (etd.), The Blackwell Companion to Natural Theology (John Wiley & Sons, February 2012)

www.eboibangla.xyz

নির্ঘণ্ট

www.eboibangla.xyz

www.eboibangla.xyz

আমার ভাবনা

www.eboibangla.xyz

"বিজ্ঞান আর অপবিজ্ঞানের দ্বন্দ্বটা, আসলেই যারা বিজ্ঞানী তাঁদের আর আমাদের বিজ্ঞানবাজ বন্ধুদের দাবির মাঝে আলোকবর্ষের যে গ্যাপটা, তা বুঝার জন্য রেফারেন্সসহ এমন একটা বইয়ের বড্ড প্রয়োজন ছিল। দুঃখের বিষয় হল ওনারা আমাদের বই পড়েন না বা মন দিয়ে পড়েন না। অন্তত এই একটা পাতলা বই মন দিয়ে পড়ার আহ্বান। আসুন দেখি মনটা আসলেই কতটুকু মুক্ত। ..."

- ডা. শামসুল আরেফিন, বেস্ট সেলার "ডাবল স্ট্যান্ডার্ড" এর লেখক

রাফান আহমেদ, জন্ম এই ইট-কাঠের যান্ত্রিক শহরে। অষ্টম শ্রেণী থেকে টানা দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বৃত্তি পেয়ে প্রথম সারির সরকারি মেডিকেল কলেজে অধ্যয়ন করেছেন। জীবনের বাঁকে একসময় সংশয় ও নাস্তিক্যবাদের চোরাগলিতে ঘুরে বেড়িয়েছেন। সত্যকে খোঁজার চেষ্টা করেছেন, চেষ্টা চলছে, চলবে ইন শা আল্লাহ। **"বিশ্বাসের যৌক্তিকতা"** তার প্রথম গ্রন্থ। তার আগ্রহের বিষয় তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব, হাদীসশাস্ত্র, ফিলসফি অফ সাইন্স, ইভোলিউশনারি বায়োলজি।

Rokomari.com
বিশ্বাসের যৌক্তিকতা
রাফান আহমেদ
200318#IG-3
154839#434262-4

www.eboibangla.xyz